# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩০ মে - ৫ জুন ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের বিপর্যয়

# সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে

''আন্দোলন করে কিছু হয় না, আন্দোলন কেবল মানুষের অসুবিধা বাড়ায়'' — কথাটা ইতিহাসে বারবার ভুল প্রমাণ হলেও সমাজে টিকে আছে। বরং বলা ভাল টিকিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণের জন্যই শাসন। তাই শাসকরা শোষণের স্বার্থেই প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে এ কথাটা সত্যের মতো করে সবসময় ছড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একদিন সত্য নামে প্রচারিত এই মিথ্যার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ ছিল। তিরিশ বছর ধরে সিপিএমের শাসন পশ্চিমবঙ্গের সেই প্রতিবাদী মনকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। লেখায়-ভাষণে ক্রমাগত পড়ে ও শুনে সাধারণ মানুষের একটি অংশের মধ্যেও এই আত্মধ্বংসী চিন্তা ছড়িয়ে দিতে কিছুটা হলেও সফল হচ্ছিল স্বার্থান্বেষী মহল। গত তিরিশ বছরে এস ইউ সি আই-এর একক প্রচেষ্টায় ছোট বড় নানা রক্তক্ষয়ী আন্দোলন মিথ্যার এই জালকে একটু একটু করে ছিন্ন করছিল, শেষপর্যন্ত শাসক-শোষকদের চক্রান্তকে চুরমার করে দিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের চাষী-মজুররা। তাদের জমি-ভিটে-কাজ কেড়ে নিয়ে 'সেজ' গড়ার পরিকল্পনাকে মরণপণ আন্দোলনের দ্বারা রুখে দিল নন্দীগ্রামের মানুষ। সিঙ্গুরের মানুষ যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, নন্দীগ্রাম তাকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেল। ইতিহাস আবার প্রমাণ করল, জনগণের মূল শক্তির আধার হচ্ছে সংগঠিত গণআন্দোলন, যদি তা সঠিক নেতৃত্বে ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত হয়। 'সেজ' বিরোধী আন্দোলনই কিন্তু নন্দীগ্রামের অজ্ঞাত অখ্যাত শিক্ষাবঞ্চিত চাষী মজুরদের, তাদের ঘরের মা-বোনেদের সারা ভারতবর্ষে তো বটেই, এমনকী বিশ্বের কোণায় কোণায় শোষিত সংগ্রামী মানুষের মনে স্থান করে দিল। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে আবারও দেখিয়ে দিল শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথার্থ গণআন্দোলন কীভাবে হতাশায় ঝিমুতে থাকা মানুষকে চাঙ্গা করে দিতে পারে। সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এই রাজ্যের যে জনসাধারণ আজ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়ে উল্লসিত, তাদেরও মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে নন্দীগ্রাম। আসলে অতি বড় অত্যাচারী শাসকদেরও সংগঠিত জনশক্তি যে রুখে দিতে পারে, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের এই বার্তাটাই রাজ্যের ঘরে ঘরে মানুষকে নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। যেকোনও ভোটেই অংকের হিসাব, জোট রাজনীতির প্রভাব থাকে। এবারও ছিল। কিন্তু এসব কোনও হিসাবই সিপিএমকে এবারের মতো ধাক্কা দিতে পারত না, যদি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম না থাকত।

**পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা**

| জেলার নাম | গ্রাম পঞ্চায়েত | | পঞ্চায়েত সমিতি | | জেলা পরিষদ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০০৮ | ২০০৩ | ২০০৮ | ২০০৩ | ২০০৮ | ২০০৩ |
| ১। দঃ ২৪ পরগণা | ৩১৯ | ১৯০ | ৬২ | ৩৮ | ৫ | ২ |
| ২। উঃ ২৪ পরগণা | ৮ | — | ১ | — | — | — |
| ৩। পূর্ব মেদিনীপুর | ৩১ | ১১ | ৬ | ৩ | ১ | — |
| ৪। পঃ মেদিনীপুর | ৫০ | ৪ | ৬ | — | — | — |
| ৫। বাঁকুড়া | ১৭ | ৪ | ১ | — | — | — |
| ৬। পুরুলিয়া | ৩৪ | ২ | ২৩ | — | — | — |
| ৭। বর্ধমান | ৭ | ২ | — | — | — | — |
| ৮। হাওড়া | ১ | — | — | — | — | — |
| ৯। নদীয়া | ১১ | ১৯ | ২ | — | — | — |
| ১০। বীরভূম | ৯ | ৫ | ২ | — | — | — |
| ১১। মুর্শিদাবাদ | ৮ | ১৬ | ২ | — | — | — |
| ১২। জলপাইগুড়ি | ১১ | ১ | — | — | — | — |
| ১৩। কোচবিহার | ৪ | ৪ | — | — | — | — |
| মোট | ৫১০ | ২৫৮ | ১০৫ | ৪১ | ৬ | ২ |

এর মধ্যে গণকমিটির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ১৩৪ জন, পঞ্চায়েত সমিতির ২২ জন।

এবার প্রথম দফায় ভোট ছিল ১১ মে। নন্দীগ্রামের মানুষও ওইদিনই ভোট দিয়েছে। সকাল থেকেই খবর আসছিল দলে দলে মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছে। ১৬ মে প্রকাশিত গণদাবীতে আমরা লিখেছিলাম, দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে নির্যাতিত, স্বামী-পুত্র-স্ত্রী হারা মানুষ, ধর্ষিতা মা-বোনেরা এমনকী এখনও সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও ভোট দিতে যাওয়ার এই মানসিক শক্তি পেল কোথা থেকে? আন্দোলনই তাদের এই শক্তি দিয়েছে। আঠারো মাস ধরে লাগাতার আক্রমণের সামনেও তারা যেমন মাথা নত করেনি, তেমনই ভোটের দিনও কী করতে হবে, তা দৃঢ়তার সাথে নিজেদের উদ্যোগেই স্থির করেছে। এই আপাতঅর্থে অসম্ভব কাজটিও সম্ভব হয়েছে গণআন্দোলনের ফলেই। আন্দোলন যেমন দাবী আদায়ের পথ, তেমনই আন্দোলনই মানুষকে চরিত্র দেয়, দৃঢ়তা দেয়, মর্যাদাময় জীবনের সন্ধান দেয়। তাই ১১ মে'র ভোট নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে নিছক ব্যালটে ছাপ মারার দিন ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলনের শিক্ষায় তারা

দুয়ের পাতায় দেখুন

# এ আই এম এস এস-এর তৃতীয় কেরালা রাজ্য সম্মেলন

## সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হল প্রবল ধিক্কার

৯, ১০, ও ১১ মে কোট্টায়াম শহরে অনুষ্ঠিত হল এ আই এম এস এস-এর তৃতীয় কেরালা রাজ্য সম্মেলন। সমাজ-অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের আক্রমণ এবং সংস্কৃতির অবক্ষয় রুখতে হবে — এই ছিল সম্মেলনের মূল সুর। এই বিষয়কে ভিত্তি করে গত দু'মাস ধরে এ আই এম এস এস মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে গোটা রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ঢালাও মদনীতি, মহিলাদের ওপর বেড়ে চলা আক্রমণের ঘটনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার-আন্দোলন চলেছে।

কেরালায় বহু গণআন্দোলনের সঙ্গেই এ আই এম এস এস প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। রাজ্য সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে এই আন্দোলনগুলির প্রতিনিধি ও মহিলা নেত্রীদের নিয়ে যে প্রকাশ্য অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, সংগ্রামী নারীসমাজের কাছে সেটি ছিল একটি প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা। সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণস্থল হয়ে উঠেছিল তিনদিন ধরে চলা পোস্টার প্রদর্শনী। ইতিহাসে নারীর ভূমিকা, নারীজাতির অবর্ণনীয় দুর্দশা, দেশের মধ্যেকার অসংখ্য আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রদর্শনীটি সাজানো হয়েছিল। আয়োজিত হয়েছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায়। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, প্রদর্শনীটি, নারীমুক্তির সংগ্রামে এগিয়ে চলা মহিলাদের এক কদম এগোতে সাহায্য করবে।

৯ মে কোট্টায়াম শহরে প্রকাশ্য সভার উদ্বোধন করেন এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। তিনি সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং মূল্যবৃদ্ধি সহ জনজীবনের ওপর যে সমস্ত অর্থনৈতিক আঘাত নেমে আসছে, তার কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অনুসৃত বিশ্বায়নের নীতিকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কংগ্রেস, বিজেপি-র মতো সিপিআই(এম) এবং সিপিআইও সমানভাবে দায়ী। কারণ তারাও বিশ্বায়নের একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আপসহীন লড়াই গড়ে তোলার জন্য তিনি রাজ্যের নারীসমাজের কাছে আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই এম এস এস-এর সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর রাজ্য নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস। সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড ললিতা ম্যাথিউ। সভা শুরুর আগে একটি বর্ণময় মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

দু'দিনের প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয় ১০ মে

দুয়ের পাতায় দেখুন

# পঞ্চায়েত নির্বাচন

একের পাতার পর

পঞ্চায়েত ভোটকেও আন্দোলন হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। আন্দোলনই তাদের শিখিয়েছে, কীভাবে অত্যাচারী শাসকদের কিছু বুঝতে না দিয়ে ভোটের বাক্সে আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে। তাই সিপিএমের মত সংগঠিত শক্তিও ধরতে পারেনি, নন্দীগ্রাম সহ পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটের বাক্সে তাদের উৎখাত হয়ে যেতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের সমীক্ষা করতে গিয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন, জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার নীতিই সিপিএমের ভোট দুর্গে ধস নামিয়েছে। এর সাথে অনেকেই 'সাচার কমিটির' রিপোর্টের কথাও বলছেন — যে রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু জনগণের শোচনীয় অবস্থার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ইস্যু হিসাবে চাষীর জমি অধিগ্রহণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সব জেলায় এই বিপদ বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সংখ্যালঘু জনগণের শোচনীয় অবস্থার কথা যদি আলাদাভাবে ধরাও হয়, তাহলে সেটাও অন্তত ঐ অংশের জনগণের কাছে অজানা ছিল না এবং হঠাৎ মাত্র গত এক বছরে তাদের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া এভাবে বিচার করলে এ রাজ্যের নাগরিক জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যার অবস্থা শোচনীয় নয়। গ্রামীণ জীবনের দুরবস্থাও বর্ণনাতীত। তৎসত্ত্বেও সিপিএমের অপশাসন ক্রমেই আরও বেপরোয়া হচ্ছিল। ধাক্কাটা দিল সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামের আন্দোলন। না হলে যেসব জেলায় জমি অধিগ্রহণ বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়নি, সেখানেও ভোটে সিপিএমের পরাজয় ঘটল কেন? ভোটের এই ফলাফল বাস্তবে সিপিএমের সামগ্রিক জনবিরোধী অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ, জীবন দিয়ে নন্দীগ্রামের মানুষ যাকে ভাষা যুগিয়েছে। এই ভাষা এতই তীব্র যে, পুলিশ-প্রশাসন দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনীর সম্মিলিত সন্ত্রাস দিয়েও সিপিএম তাকে আটকাতে পারেনি।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন যদি অসংগঠিত বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে তা এমনকী জঙ্গিরূপ নিলেও সিপিএমের সরকারি ও দলীয় সংগঠিত শক্তিকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হত। এই আন্দোলন সরকার ও সিপিএমকে পিছু হঠতে বাধ্য করল এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফলের ক্ষেত্রেও যে নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল, সেটা জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত চরিত্রের জন্যই। এই প্রশ্নে এস ইউ সি আই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। সিঙ্গুরে আন্দোলনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করার উদ্যোগ প্রথম ঐ অঞ্চলের মুষ্টিমেয় এস ইউ সি আই কর্মীই নিয়েছিল। সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া সরকারি পরিকল্পনাকে রুখে দেওয়া যাবে না — এই সত্যটা সিঙ্গুরের জনগণের মধ্যে এস ইউ সি আই কর্মীরাই নিয়ে যায়, মিছিল, মিটিং শুরু করে দেয়। দলমত নির্বিশেষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' নামে গণকমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ এস ইউ সি আই-ই নিয়েছিল। ঐ অঞ্চলে অনেক বেশি শক্তিশালী তৃণমূল কংগ্রেস পরে এই উদ্যোগে সামিল হয় এবং উভয় দলের প্রচেষ্টায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। নানা কারণে সিঙ্গুরের আন্দোলন টাটার জমি অধিগ্রহণ আটকাতে না পারলেও, গণকমিটির ঐক্য যাতে অটুট থাকে, আন্দোলনের মেজাজ ও মন যাতে জনগণের মধ্যে জারি থাকে, তার জন্য এস ইউ সি আই নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে। আন্দোলনের কলাকৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য যেন ঐক্যকে বিঘ্নিত না করে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এস ইউ সি আই। যেজন্য অনিচ্ছুক যে চাষীদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংকটে ও অবসাদে আত্মহত্যার দুঃখজনক পথ বেছে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু একজনও সরকার বা সিপিএমের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। না হলে পঞ্চায়েত ভোটে সিঙ্গুরে সিপিএমের এই শোচনীয় পরাজয় ঘটত না। এই দৃঢ় মানসিকতা বজায় রাখতেও শক্তি জুগিয়েছে নন্দীগ্রাম।

নন্দীগ্রামের জনগণের গৌরবময় প্রতিরোধ আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর ভূমিকা যথেষ্ট আলোচিত হওয়ায় জনগণ ভালভাবেই সে বিষয়ে অবহিত। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে পরিচালনার চেষ্টা, আন্দোলনের কলাকৌশল পদ্ধতি নির্ধারণ, দলমতনির্বিশেষে সকল অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার সযত্ন প্রয়াস — সবক্ষেত্রেই এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে নন্দীগ্রামে এই নীতি ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই এই দুই দলের শক্তি একত্রিত হয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল বলেই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এরই পথ বেয়ে, রাজ্যভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে তৃণমূল নেতৃত্বকে প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং রাজ্যে প্রথম যুক্ত উদ্যোগের সূচনা হয়।

মার্চ ও নভেম্বরে নন্দীগ্রামে সিপিএমের যে নৃশংস আক্রমণ ঘটে, তার চরিত্রকে ফ্যাসিস্টিক বলে চিহ্নিত করে এস ইউ সি আই এই সিদ্ধান্তে আসে যে, আগামী দিনে যেখানেই শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন হবে, সেখানেই এর চেয়েও ভয়ঙ্কর আক্রমণ হবে। এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে প্রতিহত করে গণআন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক সংগ্রামী জনগণের ঐক্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে তৃণমূলকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, নির্বাচনের আগে রাজ্যের সর্বত্র নন্দীগ্রাম ঢঙে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পঞ্চায়েত ভোটে অংশগ্রহণ করা হোক। তৃণমূলের তরফ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে গণকমিটি গঠন করা সম্ভব নয়, তারা পঞ্চায়েত ভোটের পর গণকমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে আসবেন। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এবং ভোটেও সিপিএমকে ধাক্কা দেওয়ার লক্ষ্য থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন সমঝোতার প্রশ্নে এস ইউ সি আই সর্বদা ঐক্যের সুরটি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েতের কোনও স্তরেই এস ইউ সি আইকে একটি আসনও তৃণমূল না ছাড়া সত্ত্বেও এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায়নি, এমনকী দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ নানা জেলায় পঞ্চায়েত আসনে রাজ্যস্তরে সমঝোতার আলোচনা হওয়ার পরও, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বহু আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রেও যাতে অনৈক্যের বার্তা না যায়, সেজন্য এস ইউ সি আই স্বেচ্ছায় লিফলেট বিলি করে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছে, কোথাও ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায়নি।

এসব কারণেই তৃণমূল-এস ইউ সি আই জোট রাজ্যের জনগণের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলতে সফল হয়েছিল। এই ঐক্যকে মানুষ কেবল পঞ্চায়েত ভোটের দিকে তাকিয়ে সমর্থন করেছে তা নয়, নন্দীগ্রাম পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, সমস্যা সংকটে জর্জরিত জনগণ সিপিএমের সামগ্রিক অপশাসন ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতোই দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত গণআন্দোলন চান। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমকে ধাক্কা দেওয়া যেমন একমাত্র সংগঠিত গণআন্দোলনের জন্যই সম্ভব হয়েছে, আগামী দিনে বড় ধাক্কা দিতে হলে তা কেবলমাত্র নন্দীগ্রাম মডেলে গণকমিটি দ্বারা রাজ্যব্যাপী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে।

## প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার গোলাবাড়ি এলাকার প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড সতীশ কয়াল ৪ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। কমরেড কয়াল '৬৭ সালে জোতদার ও কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের নিয়ে আন্দোলনের প্রবাহে দলের সাথে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে তাঁকে তিনবার জেলে যেতে হয়। পরবর্তীকালে সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মিথ্যা কেসে তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়। এলাকায় সিপিএমের আক্রমণে একবার তিনি গুলিবিদ্ধও হন। কিন্তু সকল অত্যাচার-আক্রমণের মুখেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী আদর্শকে বুকে বহন করেছেন। তাঁর পরিবার এবং ভাইয়েরা সকলেই আজ তাঁর পথ অনুসরণ করে নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন। কমরেড সতীশ কয়ালের মৃত্যুতে দল এক বিপ্লবী যোদ্ধা ও কর্মীকে হারাল।

**কমরেড সতীশ কয়াল লাল সেলাম**

## এ আই ডি এস ও-র দার্জিলিং জেলাশিবির

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণে গত ১৮ এপ্রিল বাতাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'জেলা ছাত্র শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। আট টিমের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'খেলাধূলা, বিনোদন ও আমরা' শিরোনামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে যোগ দেয়। টিমের নামকরণ করা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি-সাহিত্যিকদের নামানুসারে। খেলায় বিজয়ী ও রানার্স দল দু'টি যথাক্রমে শরৎচন্দ্র একাদশ এবং ভগৎ সিং একাদশ। ছাত্রশিবির পরিচালনায় স্থানীয় ডি এস ও কর্মী ছাড়াও ব্যাপক অংশের ছাত্র ও যুবকরা সহযোগিতা করেন।

খেলা শেষে সন্ধ্যা সাতটায় উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৫-২০ জন ছাত্রছাত্রী গান, আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুকে অংশ নেয়। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। তিনি বর্তমান সমাজে ভগৎ সিং-এর মতো বিপ্লবীদের স্মরণ করা কেন দরকার তার উল্লেখ করেন। খেলাধূলা সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য কীভাবে আজ বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হচ্ছে তার উল্লেখ করে ছাত্র-ছাত্রীদের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে ভগৎ সিং-এর উপর একটি সিনেমা প্রদর্শিত হয়।

## হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ জমি টাটাকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র

খড়্গপুর শহরের তালবাগিচা এলাকায় পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসা কয়েক হাজার উদ্বাস্তু মানুষের বাস। বহু সংগ্রামের পর উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে বসবাস করার অধিকার অর্জন করেছে। তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য গড়ে উঠেছে স্কুল। এখানকার মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি সরকারি হাসপাতাল গড়ে তোলার দাবি বহুদিনের। সেইজন্য একটি বিশাল মাঠ সংরক্ষিত করে রাখাও আছে। কিন্তু হাসপাতাল গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। এই মাঠটি এলাকায় হাসপাতাল মাঠ নামে পরিচিত। এখানে ছোটদের জন্য একটি খেলার মাঠ ও পার্ক গড়ে উঠেছে। এলাকার সাংস্কৃতিক উৎসব, পূজা, পার্বণ সবই এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এই মাঠটিকে টাটা গোষ্ঠীর হাতে আবাসন ও শপিং কমপ্লেক্সের জন্য তুলে দেওয়া চক্রান্ত চলছে। টাটা গোষ্ঠীর লোকেরা ইতিমধ্যেই গোপনে এসে মাপজোখ ও মাটি পরীক্ষা করে গেছে। এই খবর প্রকাশ পেতেই গোটা এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ইতিমধ্যে সর্বত্র এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক পোস্টারিং হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষরা মিটিং করে রবীন্দ্র বোসকে আহ্বায়ক করে আন্দোলনের প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তুলেছেন। শুরু হয়েছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। চলছে ব্যাপক প্রচার অভিযান।

এলাকার বয়স্ক মানুষরা পথে নেমেছেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছেন যে, উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য যে জমি তাঁরা আদায় করেছেন সেখানে সরকারি হাসপাতালই গড়ে তুলতে হবে। কোনওভাবেই তা টাটার মতো বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর মুনাফার জন্য হস্তান্তর করা যাবে না।

## এ আই এম এস এস-এর তৃতীয় কেরালা রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

সকালে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের অধিকাংশই প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলন থেকে ৭২ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে রাজ্য কাউন্সিল এবং ২৩ জনকে নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী এবং রাজ্য সম্পাদিকা নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেড ললিতা ম্যাথিউ এবং কমরেড শায়লা কে জন।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে দু'মাস ধরে যে প্রচার চলেছিল, গোটা রাজ্যের মানুষ তাতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছেন। সব মিলিয়ে এ আই এম এস এস-এর তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন, রাজ্যের নারী সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন হয়ে থাকবে।

# খুন-সন্ত্রাস-বুথ দখল-ছাপ্পা-রিগিং অবাধে চালিয়েছে সিপিএম

সিপিএম দল এবং সরকার কথা রেখেছে। বলেছিল, এবারের নির্বাচন হবে রক্তাক্ত। বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ ভোটারদের রক্ত ঝরিয়ে, খুন-সন্ত্রাস-লুটপাট করে ও বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সিপিএম হিংস্র মেজাজে সেই রক্তাক্ত নির্বাচনই সংগঠিত করেছে। জেলায় জেলায় তাদের উন্মত্ত তাণ্ডব থেকে দুধের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ কেউ বাদ যায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে তারা পুলিশের সহায়তায় এস ইউ সি আইয়ের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ, ঘরে ঘরে আগুন লাগানো ও লুঠ চালিয়েছে। সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, ফ্রন্টের শরিক দল আর এস পি'র এক মন্ত্রীর ভাইয়ের বাড়িতে পর্যন্ত সিপিএমের দুষ্কৃতীরা বোমা মেরেছে, যার আঘাতে ভাইপোর স্ত্রী গৌরী নস্কর মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। এ রাজ্যে এই হচ্ছে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশের বাস্তব চেহারা। শাসক সিপিএমের একদল অন্ধ অনুগামী, তাদের আশ্রয়পুষ্ট দাগী খুনি-ডাকাত প্রভৃতি সমাজবিরোধী শক্তি পুলিশকে পাশে নিয়ে বিরোধী মত ও পথের মানুষদের উপর ফ্যাসিস্ট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই পথেই আগাম ঘোষণা করে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনপর্ব তারা সমাপ্ত করেছে। আমাদের দলের উপর আক্রমণ বা আমাদের জেতার মতো জায়গায় পুলিশের সাহায্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বুথ দখল করে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেবার খবর সংবাদপত্রে আসেনি বললেই চলে। কম-বেশি এ জিনিস রাজ্যের সর্বত্রই ঘটেছে। বিভিন্ন জেলায় কীভাবে তারা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে, তার সামান্য যতটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তারই কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**অলোক রাজকে হুমকি**

রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে সিপিএম কীভাবে দলীয় গণফ্রন্টে পরিণত করেছে, নন্দীগ্রামের ওসি দেবাশীস চক্রবর্তীর ভূমিকা রাজ্যবাসীর কাছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বস্তুত সিপিএমের শক্তির উৎস সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। পুলিশ বাহিনীকে দাসানুদাসে পরিণত করে সিপিএম আরও উদ্ধত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সিআরপিএফ-এর কর্তা অলোক রাজকে ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে সিপিএম এমপি লক্ষ্মণ শেঠ ফোনে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে গেছে, যাতে নিরপেক্ষভাবে তিনি কাজ করতে না পারেন। প্রশাসনকে দলীয় আজ্ঞাবহে পরিণত করে তাদের সাহায্যে ভোটে জেতার কৌশল নিয়েছে সিপিএম। জনগণের শ্রদ্ধা ভালবাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে জনসমর্থন মারাত্মকভাবে হারিয়ে সিপিএম নির্বাচনে জেতার জন্য এভাবে সন্ত্রাস কায়েম করছে। কৃষকের জমি কেড়ে নিতে যে খুন সন্ত্রাস ধর্ষণ তারা নন্দীগ্রামে মানুষের উপর প্রায় দেড় বছর ধরে চালিয়েছে তাতে শুধু এ রাজ্যেই নয়, সিপিএম সারা দেশেই নিন্দিত ধিক্কৃত। এই অবস্থায় নন্দীগ্রামের জনগণ তাদের পক্ষে আছে এটা প্রমাণ করতে সিপিএম পুলিশের সাহায্যে এলাকায় গুণ্ডারাজ কায়েম করেছে। তারা নির্বাচনের ১৪ দিন আগে থেকেই সন্ত্রাস করে কয়েক হাজার বিরোধী ভোটারদের গ্রামছাড়া করে দেয়। এলাকায় এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পেরে ভোটের দিন বুথে বুথে হামলা চালায়।

সোনাচূড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৮ নম্বর বুথে সিপিএম প্রার্থী নবকুমার সামন্ত বিরোধী দলের ভোটারদের লাইন থেকে বের করে দেন। দুপুরে সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনী বোমাবাজি করে কালীচরণপুর গ্রামপঞ্চায়েতে বারুনি স্নান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৩নং বুথ দখল করে নেয়। বুথের প্রিসাইডিং অফিসার দিলীপ পাত্র লিখিতভাবে জানিয়েছেন, দ্বিতীয়বার সেক্টর অফিসার বুথ ঘুরে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মাথায় কিছু লোক বুথ দখল করে। ভয় দেখিয়ে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়, আর কিছু ব্যালট পেপার নিয়ে যায়।

খেজুরি-২ ব্লকে পুলিশের সামনেই অবাধে ছাপ্পা ভোট দেয় সিপিএম। এই ব্লকের সাহেবনগর, সাতখণ্ড, কষাড়িয়া, বাড়কষাড়িয়া এবং মস্তব গ্রামে সিপিএম বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধর করে

কুলতলির রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ব্যালটের গোছা

বের করে দেয়। ওরা পুলিশের সামনেই বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেয়। বিরোধী দলের যে কর্মী সমর্থকরা ভোট দেওয়ার জন্য বুথে গিয়েছিল, এদিন সন্ধ্যায় হার্মাদবাহিনী তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছে। খেজুরি-১ ব্লকের কলাগেছিয়া ও কামারদা গ্রামে বুথ জ্যাম করে সিপিএমের ক্যাডাররা ছাপ্পা ভোট করেছে। রামনগর-২ ব্লকের পূর্ব নহড়িয়া, পশ্চিম নহড়িয়া বুথেও এদিন বিকেলে সিপিএম ছাপ্পা ভোট করেছে।

পাঁশকুড়ার নোড়ই ৭ নম্বর বুথে ভোট শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সিপিএম বিরোধী দলের এজেন্টদের চড়, থাপ্পড় মেরে বুথ থেকে বের করে দিয়ে ভোট করায়। এদিন সন্ধ্যায় বিরোধী দলের রাতুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির এক প্রার্থীর বাড়িতে সিপিএম হামলা চালায়।

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**পুলিশের বেশে সিপিএম ছাপ্পা ভোট দিল**

পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে সকালেই নন্দীগ্রামের আদলে পুলিশের পোশাক পরে বুথে ঢুকে ছাপ্পা মেরে ব্যাপক রিগিং করে সিপিএমের হামলাবাহিনী। পাপুড়িয়া বুথে এই ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা ভেবেছিলেন, তারা সত্যিই পুলিশ। কিন্তু ছাপ মারতে দেখেই মহিম সোরেন নামে এক গ্রামবাসী প্রতিবাদ করেন। হামলাবাহিনী বুথের মধ্যে গোলমালও শুরু করে। অভিযোগ, এই হামলাকারীদের গড়বেতা, কেশপুর থেকে আনা হয়েছে। হামলাবাহিনীর এই তাণ্ডবের খবর পেয়েই এলাকার প্রায় দেড়শ' মহিলা বুথের কাছে ছুটে আসেন। মহিলারা ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের গাড়ি ঘিরে ধরেন। হার্মাদদের পালানো আটকাতে নন্দীগ্রামের আদলে কেটে দেওয়া হয় রাস্তা, ভাঙা হয় পাঁচটি কালভার্ট। পরে জেলার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বোমাবাজি করে, গুলি চালিয়ে বুথের দখল নিয়ে, ভোটকর্মীদের সরিয়ে দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএম পাইকারি হারে ছাপ্পা ভোট দিল। পুলিশ ভোট-লুটেরাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারলেও লালগড় থানার গাডরা গ্রামের বাসিন্দারা সিপিএমের ৬ জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ওই থানার ধানশোল বুথে পুলিশ থাকতেও সিপিএমের প্রায় ২০ জন দুষ্কৃতী ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেয়।

**বর্ধমান**

**ছাপ্পায় উস্কানি বিধায়কের**

বুথ দখল, ব্যাপক মারধর, ব্যালট বাক্স ভাঙচুর, লুটতরাজের মধ্যে দিয়ে সপ্তম পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হল বর্ধমান জেলায়। এদিন জেলার সব থেকে বড় ঘটনা ঘটেছে মন্তেশ্বরের ফকিরডাঙা প্রাথমিক স্কুলের বুথে। মন্তেশ্বরের সিপিএম বিধায়ক হেদায়েতুল্লা চৌধুরী সকালে বুথ পরিদর্শনের নাম করে হার্মাদদের লেলিয়ে দিয়ে যান। তারপরেই সিপিএমের ক্যাডারকুল বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিতে থাকে। কাটোয়ার মঙ্গলকোটের ঝিলু ১নং পঞ্চায়েতের ৬৩নং বুথের সিনটু গ্রামে পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তার বাট দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সহ মোট তিনজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ওই সময় মঙ্গলকোট থানার ওসি অসিত মিত্র ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোনও ব্যবস্থা নেননি।

**বাঁকুড়া**

**ব্যালটপত্র ছিনতাই**

বাঁকুড়ার ওন্দার পুনিশোলে সিপিএম একটি বুথে হামলা চালিয়ে ১০০টির উপর ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়। তাদের বাধা দিতে গিয়ে আরএসপি'র দুই কর্মী আহত হন। এরপরে সিপিএম পুনিশোলের মোল্লারপাড়ার সাত আরএসপি কর্মীর বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালায়। এছাড়াও ইন্দাস, দীঘলগ্রাম, পাত্রসায়র, সোনামুখী, জয়পুর, কোতুলপুর প্রভৃতি জায়গায় সিপিএম বুথ দখল করে অবাধে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে।

**পুরুলিয়া**

**সিপিএম প্রতীকে আগে থেকেই ছাপ**

পুরুলিয়ার ঝালদার একটি বুথে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। রঘুনাথপুর-২ ব্লকের চিতরমা বুথে বেশ কিছু ব্যালটে এদিন সিপিএমের দলীয় চিহ্নের উপর আগে থেকে ছাপ মারা থাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

**দক্ষিণ ২৪ পরগণা**

**বন্ধু বেইমান ঃ সিপিএম খুন করল আরএসপি কর্মীকে**

সাত সকালেই কেঁপে উঠল বাসন্তীর আমঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকা। মুহুর্মুহু বোমাবাজি ও গুলিতে প্রাণ হারালেন এক মহিলা সহ চারজন। নিহতদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের এবং আরএসপি'র সমর্থক। তাঁদের নাম রামকৃষ্ণ হালদার (৪৫), মধুসূদন হালদার (২৫) ও কনক হালদার (৩০)। রামকৃষ্ণবাবুর মৃত্যু হয় গুলিতে। মধুসূদনবাবু ও কনকদেবী মারা যান বোমার আঘাতে। জখম হন অন্তত ছ'জন। সকাল ৯টা থেকে ঘণ্টা দুয়েক চলে প্রথম পর্বের তাণ্ডব।

**হাওড়া**

**বোমাবাজিতে ২ মাসের শিশুর মৃত্যু**

ঠিক তখন সকাল সাড়ে ৮টা। শুভরয়াড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের সামনে ভোটের লাইনে দুমাসের ছোট্ট নজিবুলকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মা সাইতম বিবি। সেইসময় হঠাৎ বুথের সামনে শুরু হয় বোমাবাজি। পুলিশের সামনেই পরপর বোমা পড়তে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারে ছুট লাগায়। তারই মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মায়ের হাত থেকে ছিটকে পড়ে নজিবুল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, ওই সময় কয়েকজন তাকে মাড়িয়ে চলে যায়। ছেলেকে কোনক্রমে মাটি থেকে তুলে সাইতম বিবি যখন বাড়ি পৌঁছলেন ততক্ষণে সব শেষ।

জেলার ডোমজুড়ে নতিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭০ ও ১৭১ নং বুথে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এখানে প্রায় ৬০-৭০টি বোমা পড়ে। বোমার আঘাতে মোর্তাজ হোসেন নামে এক ভোটার নিহত হন। ২০-২৫টি দোকান এবং বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। বাগনান ২নং ব্লকের পাঁচয়ানি-ছয়ানি এলাকায় রবিভাগ গ্রামে বোমা বানাতে গিয়ে শেখ

চারের পাতায় দেখুন

## গণনায় কারচুপি করে হারিয়ে দেওয়া হল এস ইউ সি আই প্রার্থীকে

কীভাবে প্রশাসনের পূর্ণ সহায়তায় নানা স্তরে জালিয়াতির মাধ্যমে সিপিএম সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তারই এক নির্লজ্জ উদাহরণ দেখা গেল জয়নগর ২নং ব্লকের নির্বাচনের ভোটগণনার সময়। সেখানকার ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পঞ্চায়েত সমিতির ২৫ নম্বর আসনে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী ছিলেন কমরেড স্বপন প্রামাণিক। ভোটগণনার সময়ে প্রথমত দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নানা অজুহাত তুলে কমরেড প্রামাণিকের পাওয়া ১৪টি সঠিক ভোটকে বাতিল বলে গণ্য করেন। এরপরও দেখা যায় দোসোরা ভগবানপুর দাঙ্গারাবাদ এফ পি স্কুলের ১০৭ নম্বর বুথে মোট ২৫৭টি ভোট পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ট্যাবুলেশনের জন্য ১০৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৭ নম্বর বুথের মোট ভোটকে এক করা হয়, তখন দেখা যায় ঐ গণনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, জয়েন্ট বিডিও এবং এপিআরও প্রবাল চৌধুরী সুকৌশলে ১০৭ নম্বর বুথে কমরেড প্রামাণিকের প্রাপ্ত ৫টি ভোট সরিয়ে ফেলেছেন ও ট্যাবুলেশন সিটে তিনি মাত্র ২৫২টি ভোট পেয়েছেন বলে দেখানো হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই উপস্থিত কাউন্টিং এজেন্ট আপত্তি তোলেন এবং উক্ত অফিসারদের কুকীর্তি হাতেনাতে ধরা পড়ে। তা সত্ত্বেও ঐ ভুল ট্যাবুলেশন সিটটিকেই ঠিক হিসাবে ধরে নিয়ে ঐ আসনে সিপিএম প্রার্থীকে এস ইউ সি আই প্রার্থীর উপরে মাত্র ২ ভোটে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনী আইন মেনে এরপর প্রার্থী কমরেড প্রামাণিকের পক্ষ থেকে যথাবিহিত ভাবেই সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে রিটার্নিং অফিসারের কাছে ঐ অনিয়মের উল্লেখ করে পুনর্গণনার দাবি জানানো হয়। কিন্তু রাত ১১টা বেজে ৪৫ মিনিটে সমস্ত রকম নির্বাচনী বিধি ভেঙেই পুনর্গণনার দাবি অগ্রাহ্য করে রিটার্নিং অফিসার ঐ আগের গণনার ভিত্তিতেই ঐ পঞ্চায়েত সমিতির আসনে সিপিএম প্রার্থীকেই জয়ী বলে ঘোষণা করেন।

সারা রাজ্যেই সিপিএম সরকারে থাকার সুবাদে প্রশাসনকে ব্যবহার করে কীভাবে নানা উপায়ে ভোটের ফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, উপরোক্ত ঘটনাটি তারই একটি উদাহরণ মাত্র। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বৈরাচারী শাসকরা সর্বত্রই এইভাবে পুলিশ, প্রশাসন, দুর্নীতি ও বাহুবলকে আশ্রয় করে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ রাজ্যে সিপিএমও তাই করছে।

# সিপিএম শাসন নাকি গ্রামের গরিবদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে !

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের উন্নতির রেকর্ড ভালো নয়, তবু ফ্রন্ট কেন ভোট পায় ? এই প্রশ্নে গত ১৩ থেকে ১৫ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় তিন কিস্তিতে, শুধু মতামতভিত্তিক আলোচনা নয়, দস্তুরমতো সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই প্রকাশ গবেষকরা স্বীকার করে নিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজ হয়নি কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফ্রন্ট ভোট পাচ্ছে। 'ফ্রন্ট কেন ভোট পাচ্ছে' কথাটা বললেও বাস্তবে এর মানে হল, সি পি এম কেন ভোট পাচ্ছে? এই ধাঁধাঁর জট খোলার জন্য তাঁরা নানা পথে চেষ্টা করেছেন। গবেষকরা প্রথমেই জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ কতকগুলি সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন। প্রথমেই দেখা যাক সেগুলি কী কী।

গ্রামের মানুষ কেন ফ্রন্টকে ভোট দিচ্ছেন এ সম্পর্কে তিনটি প্রচলিত মতামতকে তাঁরা, জনমত সমীক্ষা না করেই, কলমের এক খোঁচায় বাতিল করেছেন। গবেষকদের বাতিল করা প্রচলিত মতামতগুলি হল — প্রথমত, ফ্রন্ট দাবি করে পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষেরা ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ফ্রন্ট বা সি পি এম সরকারি ক্ষমতার জোরে প্রসাদ বিতরণ করে ভোট পাচ্ছে। তৃতীয়ত, বামফ্রন্টের সাফল্যের পিছনে রয়েছে ভোটে কারচুপি ও সন্ত্রাস, আর কিছু নয়। গবেষকরা বলেছেন, উপরোক্ত মতামতগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তার 'নির্ভরযোগ্য উত্তর পেতে গেলে সময়সাপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজন'। "এই সব জানা ও বোঝার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়(বার্কলি)-এর প্রণব বর্ধন,বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের সন্দীপ মিত্রর সঙ্গে আমি" অর্থাৎ লেখক অভিরূপ সরকার, দু'বছর ধরে সমীক্ষা করেছেন। "২০০৩-০৫ এই দু'বছর জুড়ে দার্জিলিং এবং কলকাতা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি জেলা ছড়িয়ে থাকা ৮৫ টি গ্রামের ২৪০০ পরিবারকে" সমীক্ষা করে যা জানতে পেরেছেন, তাই তাঁরা জানিয়েছেন। সমীক্ষাকে ভিত্তি করে মতামত জানিয়েছেন একা অভিরূপ সরকার, তিনজন গবেষক অবশ্য নয়। সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বাকি দু'জনের মতামত কী তা প্রবন্ধগুলিতে জানান হয়নি। সমীক্ষা থেকে অভিরূপ সরকার বুঝেছেন, উপরোক্ত তিনটি প্রচলিত মতের কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তটি কী? তিন কিস্তি প্রবন্ধের শেষ কিস্তিতে তিনি বলেছেন — "বামফ্রন্ট আমলে নিম্নবর্গীয়রা এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা পেয়েছেন, যেটা তাঁদের আগে ছিল না। বাম ভোটের একটা বড় ভিত্তি এই সামাজিক সংস্কার।" দেখা যাচ্ছে প্রচলিত তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটি অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া মানুষরা ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে জিতিয়েছে, বামফ্রন্টের এই দাবি 'গবেষণাসাপেক্ষ' বলেও গবেষণা অন্তে তিনি সেই দাবিকেই, বামফ্রন্টের সামাজিক সংস্কারের যুক্তির আড়ালে, সমর্থন করেছেন। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তটা শেষপর্যন্ত সি পি এমের পক্ষেই যাচ্ছে, সি পি এমও বলছে 'পঞ্চায়েত মানেই গরিবের আত্মমর্যাদা' (দ্রঃ গণশক্তি ৫.৫.০৮)

**সমীক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা গুরুত্বপূর্ণ**

তিনটি বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যুক্ত হয়ে রয়েছে যে সমীক্ষার সঙ্গে তার পদ্ধতি সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই কিছু প্রশ্ন ওঠে। তাদের সমীক্ষার ব্যাপ্তি যে খুবই কম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পরিবারের মোট সংখ্যা যেখানে ১,১১,৬১,৮৭০; সেখানে মাত্র ২২৪০টি পরিবারে, .০২ শতাংশ অর্থাৎ ৫০০০ পরিবার পিছু মাত্র ১টি পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে সত্যের কাছাকাছিও পৌঁছান যায় না। তাই ওই সামান্য সংখ্যক পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে যে সিদ্ধান্তে অভিরূপবাবু পৌঁছেছেন তাও যে মনগড়া হতে বাধ্য, তাঁদের প্রাপ্ত ও উল্লেখিত তথ্য থেকেই সেটা পরিষ্কার।

কিন্তু সমীক্ষার ব্যাপ্তি বিস্তৃত হলেই যে সত্য ধরা পড়বে তা স্বতঃসিদ্ধ নয়। কারণ যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইতিহাসে হামেশাই দেখা যায় কমবেশি একই তথ্য বিশ্লেষণ করে একজন একধরনের সিদ্ধান্ত করেন অন্যজন অন্যধরনের। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর একটা সর্বজনবোধ্য দৃষ্টান্ত হল, টাইকো ব্রাহের

আটের পাতায় দেখুন

# খুন-সন্ত্রাস-বুথ দখল-ছাপ্পা-রিগিং অবাধে চালিয়েছে সিপিএম

তিনের পাতার পর

কোরবান নামে এক সিপিএম সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। উলুবেড়িয়ার হাটগাছায় ললিতাগাড়ি মোড়ে সিপিএমের হামলায় এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বোমা, মারধর, বুথ জ্যাম, বুথ দখলের মাধ্যমে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় অবাধে ভোট করায় সিপিএম।

**উত্তর ২৪ পরগণা**

**ডাক্তারখানায় যাওয়ার নাম করে ভোট দিতে হল**

পাথরঘাটা অঞ্চলের নতুন পুকুর এলাকার মায়ারানি মণ্ডল, কণিকা মণ্ডল ও শিপ্রা মণ্ডলরা বলেন, এখানকার অধিকাংশ ভোটার সিপিএমবিরোধী। তাই সাত সকালে সিপিএম হামলাবাহিনী বাড়ি বাড়ি ঢুকে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য শাসিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন ভোটার অবশ্য ডাক্তারখানায় যাওয়ার ছুতো ধরে বাগজোলা খাল পেরিয়ে ছাপনা হাইমাদ্রাসায় ভোট দিয়ে এসেছেন। তবে বেশিরভাগ ভোটার বুথেই পৌঁছতে পারেনি। কারণ টহলরত পুলিশ বাহিনীর সামনেই ব্রিজের ধারে অবরোধ গড়ে রেখেছিল সিপিএম আশ্রিত লুম্পেনরা। অব্যাহত ছিল তাদের বাইক বাহিনীর দাপট। কানাই ঢালি নামে একজন বলেন, ভোট দিতে গিয়ে তিনবার ফিরে এসেছি।

**বীরভূম**

**ছাপ্পায় সামিল স্বয়ং সিপিএম প্রার্থী, প্রিসাইডিং অফিসারও**

সিউড়ি ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম প্রার্থী সাবিনা পারভিন ১০নং বুথে অন্য ভোটারের ভোট দিয়ে দিচ্ছিলেন। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনেই তিনি এই কাজ চালিয়ে যান। পরে টিভি ক্যামেরার সামনেই তিনি তার কাজের সাফাই দিয়ে বলেন, কাস্তে হাতুড়িতে ভোট দিতে তাদের হাত কাঁপে, তাই ভোট দিয়ে দিচ্ছিলেন। টিভিতে এই ঘটনা দেখার পরই বীরভূমের জেলা শাসক নিজে ওই বুথে হাজির হন। জেলাশাসক গিয়ে দেখেন প্রিসাইডিং অফিসার নিজেই ভোটারদের তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে ভোট করাচ্ছেন। এমনকী জেলা শাসককে চিনতে না পেরে ওই প্রিসাইডিং অফিসার তাকেও বলেন, 'আপনি ভোট দিয়ে দিন'।

বিরোধীদের পক্ষে ভোট বেশি পড়েছে এই আশঙ্কায় সিপিএম বাহিনী হাড়মুড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ঢুকে ব্যালট বাক্স ভেঙে সমস্ত ব্যালট পেপার উড়িয়ে দেয়। ভোটকর্মী এবং পুলিশকর্মীরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের বাধা দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টাও করেনি। বুথের জিনিসপত্র তছনছ করে দুষ্কৃতীরা বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে যায়। ভোট দিতে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সাধনা দেবী। সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে তাকে ব্যাপক মারধোর করা হয়। কান্নায় ভেঙে পড়ে সাধনাদেবী বলেন, ভোট দিতে এসে এই বয়সে মার খেতে হবে কল্পনাও করিনি।

**উত্তর দিনাজপুর**

**ভোটারের চেয়ে ভোট বেশি ছাপ্পা ঝড়ে**

অবাধে ছাপ্পা দেওয়ার নমুনা মিলেছে চোপড়া থানার বিভিন্ন বুথে। এখানকার মির্চাগছ বুথে ১২৭২ জন ভোটার হলেও ভোট পড়ে গিয়েছে ১২৮০টি। ঠিক তেমনই উদরাইল বুথে মোট ভোটারের চেয়ে ৫০টি ভোট বেশি পড়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ব্লকেই অন্তত আটটি বুথে ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে।

**মুর্শিদাবাদ**

এবারের ভোটে সবচেয়ে বেশি খুন, জখম হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সিপিএম একসঙ্গে সরকার চালালেও এ জেলায় কংগ্রেসের কাছ থেকে জেলাপরিষদের দখল ছিনিয়ে নিতে ব্যাপক গুলি ও বোমাবর্ষণ করে ছাপ্পা ভোট চালায় সিপিএম। অন্যদিকে জেলা পরিষদের দখল কায়েম রাখতে কংগ্রেস পাল্টা গুলি ও বোমার আশ্রয় নেয়। এইভাবে ভোটের দিনই সিপিএম ও কংগ্রেসের দখলদারির রাজনীতির বলি হন কমপক্ষে ১৪ জন এবং আহত হন ৭০ জনেরও বেশি। ভোটের আগেই এ জেলায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

**হুগলি**

**পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নিল সিপিএম**

বিরোধী দলের প্রার্থী, এজেন্টকে পিটিয়ে বুথ থেকে বের করে দিয়ে হুগলি জেলায় দেদার ছাপ্পা ভোট দিল সিপিএম। তারকেশ্বর, জাঙ্গিপাড়া, গোঘাট, পরশুড়ার অধিকাংশ বুথ সকাল থেকে দখল করে প্রিসাইডিং অফিসারকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে সিপিএমের হামলাবাহিনী ভোটকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করে। ভোটের আগের দিনই পরশুড়ার জঙ্গলপাড়ার একটি বুথে ২৮০ জন ভোটারের সচিত্র পরিচয় কেড়ে নেয় সিপিএম বাহিনী। বলাগড়ের চরকৃষ্ণবাটি গ্রামের দুটি বুথে সিপিএমের হামলা বাহিনী আরএসপি'র দুই নেতাকে মেরে বুথ থেকে বের করে দিয়ে ব্যাপক ছাপ্পা দিয়েছে।

১৪ মে জয়নগরে বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের গাড়ি ভাঙচুর করে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা

কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দু'জন এস ইউ সি আই কর্মী

**নদীয়া**

**সিপিএম হামলাকারীদের ধরল জনতা**

১৪ মে নদীয়ার বহু জায়গায় বোমাবাজি ও বুথ দখল করে সিপিএম ব্যাপক ছাপ্পা দেয়। ঐদিন রাতে হরিণঘাটার শ্রীমাঠে বোমাবাজি করে সিপিএম ব্যালট বাক্স লুঠ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিরোধীরা বাধা দেওয়ায় পারেনি। নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জে ব্যালট পেপারে সিপিএমের প্রতীকে ছাপ দেওয়ার প্রতিবাদে রাত পর্যন্ত ভোটাররা ভোট কর্মীদের আটকে রাখে। ধুবুলিয়ার সাধনপাড়ায় সিপিএম বাহিনী ব্যালট পেপার লুঠ করে এবং ব্যালট বাক্স ভেঙে দেয়। নিকাশিপাড়া থানার চৌমহায় ভোটারদের লাইনের সামনে দুটি বোমা পড়ে। উত্তেজিত জনতা ধাওয়া করে এক সিপিএম সমর্থককে ধরে ফেলে। তাকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এত বিপুল সন্ত্রাস উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বহু আসনে সিপিএম-কে হারিয়ে দিয়েছে। বিরোধীদের এই জয়ের কৃতিত্ব স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের।

# নন্দীগ্রামের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সম্পর্কে বস্টন ও নিউইয়র্কে শ্রমিকসভায় বক্তব্য রাখলেন কমরেড মানিক মুখার্জী

এস ইউ সি আই-এর আন্তর্জাতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, কেন্দ্রীয় স্টাফ ও ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (আইএআইপিএসসিসি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনা ও কর্মসূচি বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মে মাসের গোড়ায় আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আই এ আই পি এস সি সি-র প্রেসিডেন্ট, ভূতপূর্ব মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক ও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সারা ফ্লাউন্ডার্সের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

১৩ মে, কমরেড মানিক মুখার্জী নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনে যান। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বস্টন স্কুলবাস ড্রাইভারস ইউনিয়নের নেতা স্টিভান কির্সবম, ইস্পাত কর্মী ইউনিয়নের অন্যতম শীর্ষনেতা ফ্রানজ মেঙ্গেজ, বিশপ ফিলিপ টেইক্সেরিয়া সহ ইন্টারন্যাশানাল অ্যাকশন সেন্টারের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা।

বস্টনে সর্বপ্রথম তিনি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আমেরিকায় কর্মরত হাইতি, কিউবা, অ্যাঙ্গোলা, ব্রাজিলীয় শ্রমিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি রাজ্যের শ্রমিক প্রতিনিধিরা। বহু দেশের শ্রমিকদের সমাবেশে অনুষ্ঠিত এই সভার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি টনি হার্নান্দেজ সভাটিকে শ্রমিকদের রাষ্ট্রসঙ্ঘ হিসাবে বর্ণনা করেন। কমরেড মানিক মুখার্জী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষকদের উপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ এস ই জেড-এর ভয়াবহ আক্রমণের চিত্র তুলে ধরেন। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে কৃষি জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, এস ই জেড এবং বহুজাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামকে সংহত করতে হবে। বস্টন শহরের স্কুলবাস চালকদের ৮০ শতাংশই প্রবাসী হাইতির মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের সেনাদের তদারকির আওতায় হাইতির মানুষের শোচনীয় দুর্দশার কথা তাঁরা জানান এবং বলেন হাইতিতে নন্দীগ্রামের মডেলে সংগ্রাম গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। স্কুলবাস ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কমরেড মানিক মুখার্জীকে হাইতি যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে নিশ্চয়তা দেন।

এরপর তিনি চার্লটনটাউন বাস ইয়ার্ডে স্কুলবাস চালকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের চরম বেকারি, কর্মরত শ্রমিকদের ছাঁটাই, লে-অফ ও চূড়ান্ত দুরবস্থার কথা তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নেই। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকজীবনের ভয়াবহ অবস্থার মূল কারণ পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে মজুরিদাসত্বের অবসান ঘটানোর জন্য দুনিয়ার মজুরকে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক হতে হবে।

বস্টন সিটি হলে কমরেড মানিক মুখার্জীকে সংবর্ধনা জানান আফ্রিকান-আমেরিকান সিটি কাউন্সিলর চাক্ টার্নার এবং চার্লস ইয়ান্সে, এবং কোরিয়ান-আমেরিকান সিটি কাউন্সিলর সাম ইয়ুন-এর প্রতিনিধি। সভায় কমরেড মানিক মুখার্জীর বক্তব্যে অভিভূত হয়ে সিটি কাউন্সিলর টার্নার নন্দীগ্রামে ডাউ কেমিকেলসের মতো একচেটিয়া কেমিকেল কোম্পানির অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে একটি রেজলিউশন গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এস ই জেডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে অন্যায় অবিচার নামিয়ে আনা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা ও সংহতি জানানোর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রস্তাব সমস্ত প্রগতিশীল সিটি কাউন্সিলগুলির সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নিউ ইয়র্কে ১৫ মে, কমরেড মানিক মুখার্জী ইন্টারন্যাশানাল অ্যাকশন সেন্টারের ফোরামে বক্তব্য রাখেন। গত নভেম্বরে র‍্যামসে ক্লার্কের নেতৃত্বে ইন্টারন্যাশানাল অ্যাকশন সেন্টারের যে প্রতিনিধিদল নন্দীগ্রাম গিয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য স্টিভান কির্সবম তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতায় ৫০,০০০ মানুষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল থেকে তাঁদের যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। এই সভায়, কমরেড মানিক মুখার্জী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন পরিকল্পনা, শিল্পায়নের নামে এস ই জেড গঠন ও কৃষিজমি কেড়ে একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নন্দীগ্রামের সংগ্রামের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ বিপ্লবী সংগ্রামের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার হাতিয়ার হিসাবে নন্দীগ্রামের মডেলে শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নন্দীগ্রামের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছে বিপ্লব ছাড়া আজ আর বাঁচার পথ নেই। ভারতরাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ আজ একটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলানোর নীতি নিয়ে চলছে। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে জঙ্গি শান্তি আন্দোলনরূপেই গড়ে তুলতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের সাময়িক প্রভাব কাটিয়ে উঠে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তোলা ও যেখানে যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংযোজিত করার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। সভা শেষে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের অন্যতম সংগঠক জোনাথন রেজিস নন্দীগ্রাম সংগ্রামের ছবি ও বর্ণনা সংবলিত নতুন ওয়েব সাইট www.nandigramsolidarity.us. প্রদর্শন করেন।


Anti-imperialist leader from India talks to Boston workers

Indian Marxist says
Globalization means imperialist attack on working poor

বস্টন ও নিউইয়র্কে কমরেড মানিক মুখার্জীর সফর সম্পর্কে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয় এটি তার ফটোকপি। (উপরে) ১৮ মে বস্টনে শ্রমিকদের সাথে এবং (নিচে) ১৬ মে নিউইয়র্কে আই এ পি এস সি সি-র সভাপতি র‍্যামসে ক্লার্ক এবং সারা ফ্লাউন্ডার্সের সঙ্গে কমরেড মানিক মুখার্জী।

## মার্কিন জনগণের দুর্দশায় শিউরে উঠতে হয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নেতা। এই রাষ্ট্রটি সম্পর্কে বহুজনেরই ধারণা যে, এটি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ এবং ওখানে কেউ চাকরি করছে শুনলে বহু মধ্যবিত্তেরই চোখ চক্চক্ করে ওঠে। অথচ, সেখানকার সাধারণ মানুষের কী চরম দুর্দশা! শিউরে উঠতে হয়।

'নর্থস্টার কম্পাস' ২০০৮-এর ৭ মার্চ সংখ্যায় ফাঁস হয়ে গিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্টে ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ গৃহহীন। এদের মধ্যে আছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন সৈনিক। এঁরা ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকার হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এঁদের একটা অংশ আজ ভিক্ষাপাত্র হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন, ঘুমোনোর একটা আশ্রয় পর্যন্ত নেই, এবং মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে যেগুলি ন্যূনতম প্রয়োজন— সেগুলি ও এঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পত্রিকাটিতে আরও বেরিয়েছে, প্রতি ৮ জন মার্কিন নাগরিকের মধ্যে একজন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিনযাপন করেন। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, তাই খাদ্যও মেলে না। ২০০৫ সালে ক্ষুধার্ত মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষেরও বেশি। ২০০৬ সালে এই সংখ্যা যে অনেক বেড়ে গিয়েছে, মার্কিন শ্রম মন্ত্রক তা স্বীকার করে নিয়েছে। নিউ ইয়র্ক শহরের ৮ কোটি ২৫ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে ১৩ লক্ষই ক্ষুধার্ত। এদের মধ্যে ৪ লক্ষই শিশু। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যে অনিবার্য লুণ্ঠন প্রক্রিয়া, তার ফলে মানুষ তো সর্বস্বান্ত হচ্ছেই। গরিব ও ক্ষুধার্তদের সাহায্যের চেষ্টা করা মানবিক সংগঠনগুলিকে মার্কিন সরকার যে আর্থিক সাহায্য দিত, সেটাও ছেঁটে দিয়েছে সরকার। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

মার্কিন সরকারের তথ্য অনুযায়ী, সে দেশে বর্তমানে যে আড়াই কোটি সৈনিক আছে, তার মধ্যে ইরাক-আফগানিস্তানের যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক ১৬ লক্ষ। মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ মারণাস্ত্রের কারণে এই সৈনিকদের সবাই অসুস্থ, এবং বিশেষ ধরনের মানসিক রোগের শিকার হয়ে দেশে ফিরেছেন। তার পরিণামে, মার্কিন মুলুকে প্রতিদিন গড়ে ১২০ জনেরও বেশি সৈনিক আত্মহত্যা করছেন। মার্কিন জনগণকে কী মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকারে পরিণত করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা!

## মহারাষ্ট্রে মে দিবস উদযাপিত

কর্মসংস্থান ও শ্রমঅধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে ১ মে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডিতে। সমিতির ভিওয়ান্ডি শাখার সভাপতি কমরেড নাসিম আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, সঞ্চালক ছিলেন কমরেড কুমার কুলশ্রেষ্ঠ।

সভায় কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার নেতা রাজ ঠাকরের উগ্র আঞ্চলিকতাবাদের তীব্র নিন্দা করে বলেন, শ্রমজীবী জনগণকে এবিষয়ে সতর্ক থেকে তাদের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। কমরেড এ কে ত্যাগী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর তীব্র সমালোচনা করেন। প্রধান বক্তা অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড সত্যবান মে দিবসের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেন, কর্মসংস্থান ও শ্রম অধিকার রক্ষার্থে শ্রমিকদের আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

# জয়নগর কুলতলি জুড়ে সিপিএমের সন্ত্রাস, জালিয়াতি

১৪ মার্চ দ্বিতীয় দফায় পঞ্চায়েত ভোটের দিন মৈপীঠসহ কুলতলি-জয়নগরের বহু অঞ্চলে কী ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে ১৬ মার্চ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও জয়কৃষ্ণ হালদার বক্তব্য রাখেন। দলের পক্ষ থেকে নিম্নের লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় দফার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার সভায় 'গোটা কয়েক বদমায়েশ এস ইউ সি আইকে' শায়েস্তা করার জন্য পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে এসেছিলেন। আর সেই মতো ব্যবস্থা নিয়ে সি পি এম ভোটের আগে গাড়ি করে 'লাল ফেট্টি' বাঁধা দাগি ক্রিমিনালদের জমায়েত করে জয়নগর-কুলতলির বিভিন্ন এলাকায় ঢুকিয়ে দেয়। এই দাগি ক্রিমিনালদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং পুলিশের সব কিছু 'চোখে দেখতে পেয়েও না দেখা', পুলিশ দিয়ে বিরোধীদের পিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা বার বার প্রশাসনের উপর মহলে জানিয়েও শুধুমাত্র 'দেখছি', 'এখনি ব্যবস্থা নিচ্ছি' ইত্যাদি বলা এবং বাস্তবে কিছু না করা, সব মিলে অসহায় মানুষকে সি পি এম সন্ত্রাসের মুখে ফেলে দিয়েছে। কুলতলি বিধানসভার অধীন মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলটিতে সি পি এম তার নৃশংস আক্রমণ শুরু করেছে ১৯৮৯ সাল থেকে। দীর্ঘ ১৯ বছর সেই আক্রমণে মৃত্যু, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, মেরে পঙ্গু করে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনার শেষ নেই। প্রবীণ নেতা, টানা ন'বারের বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত সহ জেলার বিশিষ্ট নেতা সংগঠক ২৯ জনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করিয়েও গত বিধানসভায় সি পি এম এই আসনটি দখল করতে পারেনি। এই দ্বীপ অঞ্চলে এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী সংগঠনকে ভাঙতে হেন কাজ নেই যা সি পি এম করেনি। তবু বেশিরভাগ মানুষকে মাথা নোয়াতে পারেনি সি পি এম। যখনই যেখানে সামান্যতম সুযোগ এসেছে তখনই দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই-এর সমর্থনেই এগিয়ে এসেছে। আক্রমণ ও মৃত্যুকে নিত্য সঙ্গী করে এখানে বেঁচে থাকা।

এবারের নির্বাচনে মৈপীঠে দলমত নির্বিশেষে সি পি এম-এর বীভৎস আক্রমণের বিরুদ্ধে নাগরিক কমিটি গড়ে উঠেছিল। অত্যাচারিত মানুষ এই নাগরিক কমিটির পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। সি পি এম বুঝেছিল তাদের পরাজয় অনিবার্য। তাই শাসক সিপিএম দল শেষ অস্ত্র হিসাবে সংগঠিত ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথেই পঞ্চায়েত দখল করতে পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত মহলে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা করে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ঠিক নির্বাচনের দু'দিন আগে হামলা ব্যাপক আকার নেয়। বাড়ি ভাঙচুর, দোকান লুঠপাট, বোমাবাজি, নির্বিচার গুলিচালনা, আহতদের হাসপাতালে যেতে না দেওয়ার জন্য পথ অবরোধ করা, পুলিশকে সামনে রেখে দাগি আসামীদের সহযোগিতায় মুড়িমুড়কির মত বোমা-গুলি নিক্ষেপ চলে নির্বাচনের আগের রাত পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, বি এস এফ বা সি আর পি এফ-এর উপস্থিতিতে নির্বাচন করা হোক অথবা নির্বাচন বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু তা করা হয়নি।

নির্বাচনের দিন পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া, ভোটারদের লাইন থেকে টেনে বার করে মারধোর করা ইত্যাদির পরেও যখন সাধারণ মানুষকে দমানো যায়নি, তখন সি পি এম সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে মৈপীঠের সমস্ত বুথই দখল করে নিয়ে নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পর্যবসিত করে। সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। লাইনে দাঁড়ানো ভোটার নিতাই হালদারকে বেধড়কভাবে মেরে ফেলে রেখে দেয়। পরে তিনি মারা যান। আমরা মৈপীঠ অঞ্চলের সমস্ত বুথেই পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছি।

### মৈপীঠের ঘটনাবলী

**১২.০৫.০৮** - রাত্রে বাসুদেব মণ্ডল ও সুবোধ জানার দোকান ভাঙচুর। পঞ্চায়েত প্রার্থী স্বপন দাসের দোকান ভাঙচুর লুঠপাট।

**১৩.০৫.০৮** - সকালে পঞ্চায়েত প্রার্থীরা আইডেন্টিটি কার্ড নিতে গেলে পুলিশের সামনে হামলায় আহত সুপ্রিয়া মণ্ডল, দ্রৌপদী বিজলী, প্রতিমা মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, বাসুদেব মাঝি ও গোবিন্দ মণ্ডল।

আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আটকাতে 'শনিবারের বাজারে' পথ অবরোধ করে সি পি এম।

**১৩.০৫.০৮** - সকালে তীর্থ পণ্ডিত, গৌর দাস, নিতাই হালদারের সাইকেল কেড়ে নেয় সি পি এম। প্রয়াত ভক্তি জানার দুই ছেলে এবং ভবসিন্ধু সাউকে অপহরণ করে। অম্বিকানগরে শক্তি জানাকে আটকে রেখে প্রবল মারধর করে। এছাড়া ফণি পালকে মারধর করা হয়েছে।

আহত শক্তি জানা অজ্ঞান হয়ে প্রার্থী কানাই নাইয়ার গোয়াল ঘরে পড়ে থাকেন। পরে শক্তি জানাকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে যায়।

বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ক্যাম্পের পুলিশকে সামনে রেখে সি পি এম বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালায়। ব্যাপক বোমাবাজি ও নির্বিচার গুলি চালনায় দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর, বিনোদপুর, কিশোরীমোহনপুর, অম্বিকানগরের পুরো এলাকা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

বেলা ১টা ৩০ মিনিটে বাইরে থেকে আনা সিপিএম-এর ঘাতকবাহিনী এবং কিশোরীমোহনপুরের সি পি এম-এর লোকজন গুলি চালাতে থাকে। গুলিতে আহত হন অন্ততপক্ষে ১১ জন। প্রার্থী ভৃগুরাম মণ্ডলের নির্বাচনী এজেন্ট মদন মাইতিকে বীভৎসভাবে মারধর করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী শংকর সামন্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী মৃত্যুঞ্জয় নাইয়া ও কালিপদ মাইতিদের বাড়ি, গহনাপত্র লুঠ করে নেয় সি পি এম।

এই দিন রাত্রে নানান জায়গায় সি পি এম বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ১০/১২টি টিমে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালায়। বাস্তবে সি পি এম-এর গুলিচালনা, বোমাবাজি এবং হামলায় আহত শতাধিক। গুরুতর আহত ৪০। গুলিবিদ্ধ ১১ জন।

পুলিশ লিখিত অভিযোগ পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করে।

**১৪.০৫.০৮** - নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই কিশোরীমোহনপুরের - দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর বুথ বাস্তবে দখল করে নেয় সি পি এম এর সশস্ত্র বাহিনী। ভোটারদের লাইনে হুমকি চলে। জোর করে ভোটারদের ভোট দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে এজেন্টদের মারধর করে ভোটকেন্দ্র থেকে বার করে দেয়। প্রার্থী স্বপন দাস এবং মেঘনাথ মিদ্দেকে তারা মারধর করে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বুথই দখল করে নেয় সি পি এম ক্রিমিনাল বাহিনী।

নির্বাচনের পর পরই সমস্ত এলাকায় আবার সংগঠিত আক্রমণ ও লুঠপাট চলে এবং সারা রাত ধরে চলে বোমাবাজি।

বৈকুণ্ঠপুরে নিঃস্ব লোকজনদের সাহায্য দেওয়ার জন্য দলের তরফ থেকে রিলিফ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

### মৈপীঠ

**সি পি এম-এর গুলিচালনায় আহত**

১। যাদব পুরকাইত বিনোদপুর
২। মাধব পুরকাইত বিনোদপুর

জামতলা হাসপাতালে আহত নারীপুরুষ

৩। তপন মান্না বিনোদপুর
৪। প্রবীর পুরকাইত বিনোদপুর
৫। লক্ষ্মী পুরকাইত বিনোদপুর
৬। শ্রীধর পুরকাইত বিনোদপুর
৭। শ্রীধর পুরকাইত-এর স্ত্রী বিনোদপুর
৮। শঙ্কর পুরকাইত-এর স্ত্রী বিনোদপুর
৯। জগদীশ মাইতি অম্বিকানগর
১০। নেপাল আদক অম্বিকানগর
১১। শ্যাম প্রধান অম্বিকানগর

**হাসপাতালে যাঁদের ভর্তি করতে হয়**

**জামতলা হাসপাতাল**

১। সুন্দরী মাইতি
২। শক্তি জানা
৩। প্রশান্ত বিজলী
৪। মাধব মণ্ডল
৫। দ্রৌপদী বিজলী
৬। প্রতিমা মণ্ডল
৭। লক্ষ্মী মাইতি
৮। জ্যোৎস্না মণ্ডল

**এস এস কে এম হাসপাতাল**

১। রবি পুরকাইত

**ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল**

১। তপন গিরি

**বাঙ্গুর হাসপাতাল**

১। মদন মাইতি
২। নেপাল আদক
৩। জগদীশ মাইতি

**মৈপীঠে সিপিএম দুষ্কৃতীরা যাদের ঘর ভেঙেছে, লুঠপাট করেছে**

১। সুবোধ জানা, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর
২। কেশব মণ্ডল, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর (এঁদের দোকান ও ২০০ বস্তা ধান লুঠ করা হয়েছে।)
৩। কিশোরী মণ্ডল, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর
৪। যাদব মণ্ডল, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর (এদের পাম্পমেসিন, গহনাপত্র লুঠ করেছে এবং ছাত্রদের বইপত্র ছিঁড়ে দিয়েছে।)
৫। পরেশ মণ্ডল, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর
৬। মাধব মণ্ডল, দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর (এঁদের ঘর লুঠ করেছে, মোটরভ্যান ভেঙে দিয়েছে।)
৭। কানাই মাইতি, কিশোরীমোহনপুর (ঘর, ধান-চাল, বাসনপত্র তছনছ করে দিয়েছে, টাকা গহনা লুঠ করেছে।)
৮। হরিপদ মাইতি, কিশোরীমোহনপুর (ঘর লুঠ)
৯। ডাঃ শংকর সামন্ত, কিশোরীমোহনপুর (এঁর চেম্বার ভাঙচুর, ওষুধপত্র নষ্ট করা, ইন্স্যুরেন্স-এর কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।)
১০। সন্তোষ দাস, কিশোরীমোহনপুর (এঁর দোকান ভাঙচুর ও সাইকেল লুঠ করেছে।)
১১। কানাই নাইয়া (প্রার্থীর দাদা), অম্বিকানগর (এঁর ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে।)
১২। কালিপদ মাইতি, অম্বিকানগর (এঁর ঘর ভাঙচুর করেছে।)

**দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুরের রিলিফ ক্যাম্পে যাঁদের স্থান দিতে হয়**

১। শম্ভু দাস পিতা-বিশ্বনাথ
২। দিলীপ মণ্ডল পিতা-লক্ষ্মীকান্ত
৩। দূত কুমার মণ্ডল পিতা-ঐ
৪। সুকুমার মণ্ডল পিতা-ঐ
৫। তপন মাঝি পিতা-রবি
৬। রবি মাঝি পিতা-ভাকু
৭। অমল বিজলী পিতা-হরেন
৮। জয়ন্ত বিজলী পিতা-অমল
৯। জগন্নাথ দাস পিতা-বিভূতি
১০। চন্দন দাস পিতা-বিমল
১১। দেবরঞ্জন দাস পিতা-বিমল
১২। মহাদেব মণ্ডল পিতা-হরিপদ
১৩। নগেন মণ্ডল পিতা-হরিপদ
১৪। পঞ্চানন ঘটক পিতা-নিতাই
১৫। নিতাই ঘটক পিতা-ভূষণ
১৬। গণেশ মণ্ডল পিতা-জীবন
১৭। সুকদেব মণ্ডল পিতা-গণেশ
১৮। ভূদেব মণ্ডল পিতা-গণেশ
১৯। রেণুপদ মণ্ডল পিতা-মণি
২০। চিত্ত পণ্ডিত পিতা-কুঞ্জবিহারী
২১। গোপাল পণ্ডিত পিতা-চিত্ত
২২। গৌর দাস পিতা-ভূপতি
২৩। ঘনশ্যাম দাস পিতা-ভূপতি
২৪। গোবিন্দ হালদার পিতা-নিতাই
(নিতাই হালদার নির্বাচনের দিন সি পি এম-এর নৃশংস হামলায় নিহত হন)

**দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্যান্য ঘটনা**

কুলতলির গোপালগঞ্জের ৭৬নং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর সরকারি স্ট্যাম্পে ব্যালটের কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নে ছাপ দেন। ১৫০টি ব্যালট এভাবে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষের সামনে বিষয়টি ধরা পড়ে যায়। বিক্ষোভ হয়। বিডিও এবং ওসি ঘটনাস্থলে এলে জনসাধারণের

সাতের পাতায় দেখুন

# ম্যাঙ্গালোরে এস ই জেড বিরোধী সংগ্রাম, অনুপ্রেরণা নন্দীগ্রাম

অ্যামব্রোস নাজারেথ নন্দীগ্রামের কথা শুনেছেন; খবরের কাগজ, টেলিভিশনে সেখানকার কৃষকদের উপর সরকারি পুলিশ আর দলীয় ভাড়াটে ক্রিমিনালদের সন্ত্রাসের ছবিও দেখেছেন। ''স্পেশাল ইকনমিক জোনের জন্য কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনে অত্যাচারের কথা আমি জানি। আমাদের এখানকার মতো যেখানেই প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, নন্দীগ্রামে কৃষক-প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত সেখানেই অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে — বাগানের কলা এবং নারকেল গাছগুলিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এ কথাগুলি বলেছেন অ্যামব্রোশ। তাঁর বাগানের দু'একর জমি প্রস্তাবিত ম্যাঙ্গালোর এস ই জেডের মধ্যে পড়েছে।

কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোর থেকে তিরিশ কিমি দূরে মুদারিডি এলাকার মানুষ নন্দীগ্রামের মতোই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন এস ই জেডের নামে কয়েক হাজার একর কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে। যদিও এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের গণ্ডগোল কিছু হয়নি, তবে কৃষকরা বলতে শুরু করেছেন যে, জমিরক্ষার প্রয়োজনে বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়াতেও তাঁরা প্রস্তুত। ৬৭ বছর বয়স্ক অ্যামব্রোশ স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে হত্যা না করে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

দেশি-বিদেশি পুঁজির ধামাধরা সরকারগুলি গোটা দেশজুড়ে এস ই জেডের জন্য কৃষি-অকৃষি নির্বিশেষে হাজার হাজার একর জমি তুলে দিচ্ছে পুঁজি মালিকদের হাতে। উদার সরকারি সাহায্য আর শ্রমিক শোষণের এক অপূর্ব সমন্বয় এই এস ই জেডগুলি। কর্ণাটক সরকার ম্যাঙ্গালোর এস ই জেডের জন্য চারটি মৌজার ২০৩৫ একর জমি কৃষকদের থেকে দখল নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সেখানে সরকারি সহায়তায় বেসরকারি পুঁজির মালিক মাল্টিন্যাশানালগুলি গড়ে তুলবে পেট্রোকেমিকেল এবং কেমিকেল কারখানা। এর ফলে প্রায় ৩০০০ পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হবে। পরিকল্পনার ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব রাজ্য সরকারের, বাকি অংশ থাকবে বেসরকারি সংস্থা আই এল অ্যান্ড এফ এস এবং কর্নাটক চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দখলে।

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে নন্দীগ্রামের কৃষকরা কেমিকেল হাবের নামে এস ই জেড তৈরির সরকারি পরিকল্পনা রুখে দিয়েছে। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম রাজ্যজুড়ে অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটিয়েছে। শাসক সিপিএমের সীমাহীন খুন-সন্ত্রাস-গণধর্ষণকে উপেক্ষা করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ তাদের জোর ধাক্কা দিয়েছে। নন্দীগ্রামের কৃষক-সংগ্রামের কথা আজ আর রাজ্যের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রান্তে প্রান্তে এবং কৃষক-সংগ্রামের এক অভূতপূর্ব মডেল হিসাবে কাজ করে চলেছে। ম্যাঙ্গালোরের কৃষকরাও নন্দীগ্রামকে সামনে রেখেই সংগ্রাম শুরু করেছেন।

জমি অধিগ্রহণের ঘোষণার সাথে সাথেই উর্বর কৃষিজমি এবং ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কায় কৃষকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সরকার এই প্রতিবাদের কোনও মূল্য না দেওয়ায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তারা জনসভা ডেকে নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মডেলে দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামের হাতিয়ার 'কৃষিজমি সংরক্ষণ সমিতি' গড়ে তুলেছে এবং জানিয়েছে, কোনও বিশেষ মত বা রাজনৈতিক দলের দ্বারা এই সমিতি পরিচালিত হবে না, নিজেদের জমি রক্ষাই এর একমাত্র লক্ষ্য।

এ রাজ্যে শাসকদল সিপিএম সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সহ সর্বত্র কৃষিজমি দখলের পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়ে যেমন অসংখ্য মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল, তেমনই ম্যাঙ্গালোরেও শাসকদল, পুঁজিমালিক এবং সরকারি আমলাদের পক্ষ থেকেও নানা মিথ্যা প্রচার এবং প্রতিশ্রুতির পালা চলছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পরিবার পিছু একজনের চাকরির মিথ্যা সরকারি প্রতিশ্রুতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেখানকার কৃষকরা। তারা এই পরিকল্পনাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছে। সরকার এবং মালিকপক্ষ সিপিএমের মতো এমন প্রচারও তুলেছিল যে, বেশিরভাগ কৃষকই জমি দিতে সম্মতি দিয়েছে। সমিতি সে মিথ্যাকে ফাঁস করে দিয়ে জানিয়েছে, একজন কৃষকও জমি দিতে রাজি নয়।

নন্দীগ্রামের কৃষক প্রতিরোধ এস ই জেড সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে; যা চলছিল অনেকটা চুপিসাড়ে, তাকে এনে দিয়েছে একেবারে প্রকাশ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারও যেন কৃষকদের কথা ভাবছে, এমন একটা ভাব দেখিয়ে এস ই জেড আইনে কিছু সংশোধন করে ঘোষণা করেছে, আর কোথাও জোর করে জমি দখল করা হবে না। অর্থাৎ কৃষকরা জমি দিতে না চাইলে সরকার জমি নেবে না। অথচ ম্যাঙ্গালোরে এস ই জেডের জন্য জমি অধিগ্রহণে কৃষকদের কোনও মতামতই নেওয়া হয়নি। বরং তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার জমি দখলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

এস ই জেড আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের আগে জমির মালিককে অন্তত পক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ দেওয়ার কথা। কিন্তু আইন অনুযায়ী কৃষকদের নোটিশ জারি করা হয়েছে কি না, তার কোনও তোয়াক্কা না করেই রাজ্য সরকার গত ৬ মে অধিগ্রহণের এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ৯ মে এস ই জেড অফিসাররা অধিগ্রহণের জন্য জমি সার্ভে শুরু করে দেন। অবশ্য তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, এ-কাজ নোটিশ দেওয়ার ৩০ দিনের আগে করা যায় না। চাষীদের মধ্যে অনেকেই, যেমন ৬৪ বছরের টেরেসা নোরোনা নোটিশ পেয়েছেন ৮ মে সন্ধ্যাবেলা। ফলে পেরমুড, থেন্‌কা এক্কারু, দেলানতাবেট্টু এবং কুট্টেট্টুর-এর কৃষকরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, তাঁরা ৩০ দিনের নোটিশ পাননি।

এস ই জেডের স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার প্রভুলিঙ্গ কভালাকাত্তি, যিনি জমি অধিগ্রহণের সবুজ সংকেত দিয়েছেন, চাষীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু, জমি অধিগ্রহণে এস ই জেড আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে যদি প্রমাণ হয়, তবে কি তিনি কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেবেন? কাভালাকাত্তি জানিয়েছেন, যেহেতু সরকারিভাবে জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে, তাই তাঁর কিছু করার নেই। অর্থাৎ আইন মানা হোক বা না হোক, জমি তাঁরা নেবেনই। নন্দীগ্রামেও সরকারিভাবে জমি নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সরকার শেষ পর্যন্ত সে জমি ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে তার জন্য অনেক মূল্য নন্দীগ্রামের চাষীদের দিতে হয়েছে। সে মূল্য আজ ম্যাঙ্গালোরের চাষীরাও দিতে প্রস্তুত। অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এটা বুঝেছেন, প্রতিবাদে কাজ না হলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকে না।

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের জন্য অধিগ্রহণের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। চাষীরাও এই সময়ে একটা হেস্তনেস্তর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চলছে মিটিং মিছিল ধরনা প্রভৃতি আন্দোলনের নানা কর্মসূচি। রঘু নামে পেরমুডের এক চাষী জানিয়েছেন, ''আমার পরিবার এখানে ২০০ বছর ধরে বাস করছে। কোনও পরিস্থিতিতেই এই জমি আমি দিতে পারি না। জমি রক্ষার জন্য আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও পিছপা নই।'' সরকার যত বড় ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, ফুঁসে ওঠা গণপ্রতিরোধের সামনে পিছু তাকে হঠতেই হবে। ম্যাঙ্গালোরের কৃষকরাও অবশ্যই নন্দীগ্রামের কৃষকদের মতো জয়ী হবেন!

# জয়নগর কুলতলিতে সিপিএমের সন্ত্রাস

ছয়ের পাতার পর

দাবিতে পুনরায় ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জয়নগরের গড়দেওয়ান অঞ্চলে ১১৩, ১১৪ এবং ১১৬ নং বুথে সকাল থেকেই ক্রিমিনালবাহিনী একদিকে বিরোধী প্রার্থী ও এজেন্টদের মেরে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে, অপর দিকে গ্রামের মধ্যে ভোটারদের বাড়ি থেকে বের হতে বাধা দেয়। বিশেষ করে ১১৩ নং বুথে (পশ্চিম রঘুনাথপুর এফ পি স্কুল) এই বাহিনী প্রবল দাপট দেখাতে থাকে। এখানে জেলা পরিষদ প্রার্থী আম্বিয়া সরদারের ইলেকশন এজেন্ট মিলন সিন্‌হার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় ইসমাইল নামে এক দুষ্কৃতী। খবর পেয়েই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার মিলন সিন্‌হা সহ কয়েকজনকে নিয়ে বুথের দিকে যান। পথেই সি পি এম-এর দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে দেবপ্রসাদ সরকারের ভোটের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি ভাঙচুর করে। নেতৃত্ব দেয় সাজাহান ওরফে হাত কাটা ইউসুফ লস্কর, আক্তার লস্কর, মোসারফ মোল্যা প্রমুখ। মিলন সিন্‌হাকে এই দুষ্কৃতীরা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। এমনকী দেবপ্রসাদ সরকারের উপরেও হামলা চালায়। এখানে সি পি এম বাহিনী পুরো বুথই দখল করে নিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। আমরা সমস্ত কিছু প্রশাসনের সর্বস্তরে আগেই জানিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয়, কোনও রকম সাহায্যই প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আমরা এখানে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছি। হানারবাটিতে ৯৪, ৯৫ নং বুথেও বোমাবাজি হয়েছে। পুলিশ ছিল না। ময়দা ৭৩, ৭৪নং বুথে, মায়াহাউড়ি ৭৮নং বুথে, বেলেদুর্গানগর ৪নং বুথে সি পি এম দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। এগুলিতেও বুথ দখলের জন্য সি পি এম আক্রমণ করেছে। বাইশহাটার বিভিন্ন বুথেও বুথ দখলের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ক্যানিং পশ্চিমে পূর্ব ভলেয়া ৮২নং বুথ দুপুরের পর সিপিএম দখল করে ছাপ্পা ভোট দেয়। প্রার্থী সাহেব আলির স্ত্রীর মাথা তারা ফাটিয়ে দিয়েছে। নলগোড়ায় দুষ্কৃতীরা মারধর করে লাইন থেকে ভোটারদের বের করে দেয়। ক্যানিং গোপালপুর অঞ্চলে ১০৭, ১০৮নং বুথে জেলে পাড়ার ভোটারদের সিপিএম আটকে দেয়। গোসাবায় প্রার্থী সীতা মণ্ডল, তাঁর এজেন্ট এবং তাঁর ছেলেকে প্রবল মারধর করেছে সি পি এম দুষ্কৃতীরা। চালতাবেড়ের উলুর দাড়ী ৬৯নং বুথে এবং ৭০নং ঈদগা বুথে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে।

মধ্যগুড়গুড়িয়া ৪৭নং বুথের মহিলা প্রার্থী তাঞ্জিলা বিবি খানকে ১৫ মে সকাল ৭টায় সিপিএম-এর জগন্নাথ মণ্ডল, বলাই ঘরামী, সুকুমার মাইতি, মহাদেব মণ্ডল প্রমুখের নেতৃত্বে একদল লোক ঘরে ঢুকে মারে এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে, ছেলেদের মারধর করে। তাদের চিৎকারে পাড়ার লোকজন এসে পড়লে দুষ্কৃতীরা ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ও ধর্ষণ করার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

মেরীগঞ্জ - ২ ডোঙাজোড়া শিমুলতলী এফ পি স্কুলে ভোটার বিমল মণ্ডল, অভিমন্যু মণ্ডল, বিশ্বরূপ মণ্ডল, ভাস্কর নস্করকে মারধর করে। সিপিএম-এর এই দুষ্কৃতীরা হল নিতাই সরদার, গোবিন্দ নাইয়া, জলধর মণ্ডল, আশুতোষ নাইয়া, জগদীশ নাইয়া, স্বপন নাইয়া, স্বপন মণ্ডল প্রমুখ।

১৫ মে মেরীগঞ্জ-২-এর মীজারুল লস্করের মাথায় সি পি এম ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরেছে।

ভোটের আগের দিন দেউলবাড়ির সাঁপুই পাড়ায় ৮৫নং বুথে ৭০ বছরের বৃদ্ধা সাবিত্রী নস্কর ও তাঁর ছেলে সুন্দর নস্করকে মেরে পুকুরে ফেলে দেয় সিপিএমের ঘাতকবাহিনী।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার জয়নগর ২নং ব্লকে ৪, ৯৪, ৯৫, ১১৩নং বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান।

সিপিএমের এই ফ্যাসিস্ট হামলার বিরুদ্ধে ১৭ মে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। নিহতদের স্মরণে বেদীস্থাপন ও ধিক্কার সভা হয় কলকাতা সহ জেলায় জেলায়।

# কালচিনিতে এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর আক্রমণ

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাত্রেই ডুয়ার্সের কালচিনি থানার আটিয়াবাড়ি চা-বাগানে সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে তীরবিদ্ধ হয়েছেন পাঁচজন এস ইউ সি আই নেতা-কর্মী। সিপিএমকে হারিয়ে দু-বার পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখানকার আসনে এস ইউ সি আই জিতে এসেছে। এবার তাকে হারাবার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি অংশকে এখানে জুড়ে দেওয়া হয়। তাতেও নিশ্চিত না হয়ে ভোটের আগে অঢেল টাকাপয়সা, সন্ত্রাস, মদ-হাড়িয়ার বন্যা বইয়ে দেয় সিপিএম। 'সিডি মে নন্দীগ্রাম দেখা, আভি হকিকতমে নন্দীগ্রাম দেখ্‌না' বলে হুমকিও দিতে থাকে। অবশেষে সামান্য ভোটে সিপিএম এই অংশটি জেতে এবং জেতার খবর পেয়েই শুরু হয় তাণ্ডব। প্রথমে ৯নং লাইনের বস্তিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা এস ইউ সি আই পরিবারগুলিতে আক্রমণ করে বাড়িঘর ভাঙে এবং এক মহিলা শ্রমিককে আঘাত করে। খবর পেয়ে ফ্যাক্টরি লাইন বস্তি থেকে এস ইউ সি আই কর্মীরা সেখানে ছুটে যেতেই তারা পালিয়ে যায়। এরপর তারা তীর-ধনুক নিয়ে রাতের অন্ধকারে আড়াল থেকে ফ্যাক্টরি লাইনের বস্তিতে আক্রমণ চালায়। এতে এস ইউ সি আই-এর চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইউনিট সম্পাদক কমরেড গোবিন্দ ঝা, দলীয় কর্মী ও ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক অভয় ঝা, তপন সিংহ, গোপাল ছেত্রী, ভবন মাহালী এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রাহুল রায় গুরুতরভাবে আহত হন। তীরবিদ্ধ গোবিন্দ ঝা, অভয় ঝা ও গোপাল ছেত্রীকে, শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় আলিপুর ও কোচবিহার জেলা হাসপাতাল থেকে পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে হয়। সেখানে তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। কমরেড তপন সিংহ ও কমরেড রাহুল আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কমরেড অভয় ঝার একটি চোখ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সকাল হতেই বাগানের কর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার দাবি করেন। সিপিএম দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালায়।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09



# সিপিএম শাসন নাকি গ্রামের গরিবদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে !

চারের পাতার পর

নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরই ছাত্র কেপলার যে সূর্যকে স্থির ধরে সৌরজগত সম্পর্কে যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, টাইকো ব্রাহে নিজে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি মূলত টলেমির পৃথিবীকে স্থির ধরে তৈরি সৌরজগতের সিদ্ধান্তকেই মেনে চলেছিলেন। অথচ সত্যের পথে চলার সূত্র তাঁর পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একই তথ্য থেকে লেনিন যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করেছেন, সেখানে মেনশেভিকরা পুরনো দিনের মতো বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার অবাস্তব সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। এধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা সম্পর্কে মার্কসবাদীরা অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু মার্কসবাদ আসার আগেও মানুষ এই দিকটি সম্পর্কে অনেকটাই যে জানত, তা প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক থেকেই পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, পণ্ডিতেরা জ্ঞানের চোখ দিয়ে জানেন। প্রাচীন দর্শনেও পঞ্চেন্দ্রিয়র বাইরে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হিসাবে ধরা হয়েছে। সাধারণ কথাবার্তায়ও আমরা প্রায়শই বলে থাকি — যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। এখানেও দেখার চোখের সঙ্গে মনের যোগটির কথাই স্বীকৃত হয়েছে। মার্কসবাদ এর সঙ্গে যেটা যোগ করেছে তাহল, জ্ঞানটা মনগড়া হলে সত্যে পৌঁছান যাবে না। দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক কিনা সেটা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো, পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্ট আমলে গ্রামের গরিব মানুষের মর্যাদা বাড়ার প্রশ্নে এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের গরিবদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে অন্য গবেষকরা ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক না হওয়ার কারণে সত্যে পৌঁছাতে পারেননি।

### গ্রামোন্নয়ন যে হয়নি তা সমীক্ষাতেই প্রকাশ

তিন গবেষকের সমীক্ষার যে দিকটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সীমাবদ্ধ হলেও এই সমীক্ষাই দেখিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্টের গ্রামোন্নয়নের প্রচার বাস্তবে মিথ্যাচার। কিন্তু সমীক্ষার ব্যাপ্তি ও বিষয় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও কত পিছনে পড়ে আছে তা ঠিকমতো বেরিয়ে আসেনি। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিমজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৯১ সালের জনগণনায় রাজ্যে খেতমজুরের সংখ্যা ছিল ৫৪,৮১,৩৪৮ জন; ২০০১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩,৬২,৯৫৭ জন। অর্থাৎ দশ বছরে ১৮,৮১,৬০৯ জন খেতমজুর বেড়েছে, বছরে গড় বৃদ্ধির হার ১,৫৬,৮০০জন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ধনীদের শীর্ষের ২০ শতাংশ, মোট গ্রামীণ উপভোগের ৩৩.৬২ শতাংশ ভোগ করে; আর নিচের ২০ শতাংশ ভোগ করে মাত্র ১১.০৩ শতাংশ (দ্রঃ অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ৩১-১২-২০০৫)। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্য খুবই প্রকট। চরম বৈষম্য জমিবণ্টনের ক্ষেত্রেও। আনন্দবাজারে প্রকাশিত সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে মোট কৃষিজীবীর ৫০.৫৪ শতাংশ ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ২৭.৩৯ শতাংশ, ক্ষুদ্রচাষী ৩.৯৬ শতাংশ। অর্থাৎ চাষীদের ৮২ শতাংশের হাতেই জমির পরিমাণ খুবই কম। যে কোন সমাজতত্ত্ববিদই স্বীকার করবেন যে, আয়বৈষম্য, উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানার বৈষম্য, বাস্তবে সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। তিন গবেষকের সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে, ''যে সব গ্রামে ভূমিহীনদের অনুপাত বেশি, সেখানে পরিবার পিছু কম সুযোগ-সুবিধা পৌঁছচ্ছে। এর অর্থ, পৃথিবীর আরও অনেক দরিদ্র অঞ্চলের মতো বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গেও স্থানীয় ক্ষমতাবানরা সরকারি সাহায্যের একটা বড় অংশ কব্জা করে নিচ্ছেন, যে অংশটা, ন্যায়বিচার থাকলে, গরিবদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। কাজেই তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ সমীক্ষা থেকেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য জায়গার মতো পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি সাহায্যের দুধের সরটি খেয়ে যাচ্ছে ধনীরা। তা সত্ত্বেও অভিরূপবাবু কীভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে গ্রামাঞ্চলে গরিবরা বামফ্রন্ট আমলে মর্যাদা পেয়েছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন।

সমীক্ষা থেকেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গে গরিবরা পিছিয়ে আছে, তারা রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বজগতের খবর পায় ধনীদের থেকে অনেক কম। এমনকী পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছ থেকে সরকারি প্রকল্পগুলির খবরও গরিবরা ধনীদের থেকে কম পায়। তা সত্ত্বেও অভিরূপবাবু কীভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে গ্রামাঞ্চলে গরিবরা বামফ্রন্ট আমলে মর্যাদা পেয়েছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন।

গ্রামবাংলার জনগণের একটা বড় অংশ হল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের সামাজিক মর্যাদা আজও সারা ভারতের তুলনায় কোথায় পড়ে আছে তা সাচার কমিটির রিপোর্টেই উল্লিখিত, সাচার কমিটি এও বলেছে যে কেবল মুসলিমরাই নয় অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থাও ভিন্নতর কিছু নয়।

তার ওপর যে সব তথ্য গবেষকরা উল্লেখ না করলেও তাঁদের অজানা নয় তা হল, দারিদ্রের কারণে স্কুলস্তরেও পড়া ছেড়ে দিতে যারা বাধ্য হয় তাদের প্রায় সকলেই গরিব পরিবারের। নারীপাচারের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষস্থানে। চাষীর আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। এরাজ্যের চাষীদের বিরাট অংশ আজও মহাজনী ঋণের কাছে বাঁধা। আজও পশ্চিমবঙ্গে নারী পুরুষের মজুরির হারে বৈষম্য আছে শুধু নয়, আদিবাসী শ্রমিক ও তথাকথিত বর্ণহিন্দু শ্রমিকের মজুরির মধ্যেও পার্থক্য আছে। এমনকী সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মজুরির হারও পশ্চিমবঙ্গে কম। আশ্চর্যের বিষয় গ্রামসমীক্ষায় এই সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে না এনেই অভিরূপবাবু সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে ফ্রন্ট আমলে গ্রামের মানুষ মর্যাদা পেয়েছে বলেই তাঁরা ফ্রন্টের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন।

### অন্য একটি সমীক্ষাতেও তথ্য থেকে সত্যে পৌঁছান যায়নি

আমরা প্রাসঙ্গিকভাবেই সমধর্মী আর একটি সমীক্ষায় অনেকটাই ভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত দেখতে পাচ্ছি। পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়াবতী রায় বাঁকুড়ার আমদিহি, বীরভূমের ভাতিয়ার, উত্তর চব্বিশ পরগণার উত্তর চন্দনপিড়ি ও বেগমপুর এই চারটি গ্রামে ১৯৭৭ পরবর্তী পরিস্থিতির উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিলেন গ্রামবাংলার 'নিম্নবর্গের প্রতিষ্ঠানবিরোধী চেতনাকে' অবলম্বন করেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল। বিকাশ রাওয়াল ও মধুরা স্বামীনাথনের প্রবন্ধের (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি) নজির টেনে তাঁরা দেখান — '' ১৯৭৮-এর নির্বাচনের পর এক নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেল যে, পঞ্চায়েতে নির্বাচিত ৭৫ শতাংশ প্রতিনিধিই এসেছেন এমন পরিবার থেকে, যাদের জমির পরিমাণ ২ একরের নিচে।'' কিন্তু তা থেকে সমীক্ষকরা মনে করেছেন, শুরুতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরিবের ক্ষমতায়নের কাজটা যেভাবে চলছিল পরে আর সেভাবে চলেনি। গ্রামাঞ্চলে শাসক দলের মদতে পঞ্চায়েত একটা জবরদস্ত দাপুটে ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদতে শুরুতেই যে পঞ্চায়েত গরিবের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য থেকে গড়ে ওঠেনি এই সত্যটা তাঁরাও তথ্য থেকে বের করতে পারেননি। কারণ তাঁরাও বিজ্ঞানসম্মত বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তার বদলে তাঁরা ফর্মাল বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ফর্মাল বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা পঞ্চায়েতের গোড়ার দিকের ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করেছেন বলেই বিভ্রান্তি এড়াতে পারেননি। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নিরিখে পারিপার্শ্বিক সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে বিচার করার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করলে তাঁরা প্রথমেই সি পি এম দলের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করতেন। তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারতেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হিসাবে সি পি এম কংগ্রেসের মতোই পুঁজিপতিদের স্বার্থই দেখে, কেবল দেখার পদ্ধতিটা তাদের আলাদা। তারা গরিবকে দিয়েই গরিবের স্বার্থবিরোধী কাজটা করায়, যা কংগ্রেস পারে না। এবং সেইজন্যই মালিকশ্রেণীর কাছে সি পি এমের বিশেষ কদর। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে গরিবদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের করার মধ্যে সি পি এমের উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেসের পরম্পরাগত ক্ষমতা কেন্দ্রের বিপরীতে গ্রামাঞ্চলে গরিবদের মধ্য থেকে একটা বিকল্প চাষীআন্দোলনবিরোধী দলীয় ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তোলা। ইতিহাস দেখায় গরিবের ক্ষমতায়ন গরিবের আন্দোলন ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ বাস্তবে দেখা গিয়েছে, ফ্রন্ট সরকার গদিতে বসার পর তাদের প্রথম কাজই ছিল চাষী আন্দোলনকে স্তিমিত করা। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল একত্রিশ বছরের ফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোন চাষী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। অপারেশন বর্গা নিয়ে সি পি এম যাই প্রচার করুক না কেন, বাস্তবে অপারেশন বর্গা যতটুকু হয়েছে তাও সরকারি কর্মসূচি হিসাবে শাসকদল ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যেই হয়েছে। সি পি এম তার নীতি বদল করেছে বলে এটা ঘটেছে তা নয়, শুরু থেকেই তাদের যা নীতি তারই অনিবার্য পরিণতিতেই এটা ঘটছে।

### পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রামীণ গরিবকে মর্যাদা দেওয়া নয়

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে আমাদের দল গোড়া থেকেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বুলির মিথ্যাচারের স্বরূপ উদঘাটন করেছে। এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই বলে এসেছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এই তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ আসলে চাষী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করার ও গ্রামীণ জনগণকে বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রের অংশে পরিণত করার চক্রান্ত। এই সমীক্ষায়ও আমাদের দলের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে ''পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়নি।'' গ্রামবাংলায় অতীতে জমিদার মহাজনদের জুতোর তলায় থাকা কৃষকদের প্রভু বদল হয়েছে মাত্র । সি পি এম শাসনে গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে একদল নব্য ধনী তাদের হাতেই চলে গিয়েছে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা। শাসকদলের প্রসাদপুষ্ট এই নব্য ধনী ও তাদের নিযুক্ত সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে গ্রামের গরিব মানুষ অতিষ্ঠ, অথচ এদের বিরুদ্ধে পুলিশ এমনকী থানায় অভিযোগ পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করে। এই হল সি পি এম শাসনে গ্রামের গরিব মানুষের মর্যাদার হাল! থানায়, সরকারি অফিসে গেলে গরিব মানুষ কেমন মর্যাদা পায়, তা জানার জন্য বিরাট সমীক্ষার প্রয়োজন নেই। সংবাদপত্রের রিপোর্টাজ বলছে — '' গ্রামে এক নব্য ধনী স্তর দেখা যাচ্ছে, খুব বেশি জমির মালিক না হয়েও যার সদস্যরা সম্পদ, ঋণ ও সুযোগ সুবিধা কুক্ষিগত করছেন।... পঞ্চায়েতের দখল রয়েছে ধনী চাষী, জমিদার, ব্যবসায়ী, নানা পেশাভুক্ত লোক ও রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে। গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের প্রভাব সামান্যই। ... এই হালচাল দেখে গরিব চাষী ও খেতমজুর পঞ্চায়েতের সভায় আসেন না।'' (দ্রঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ১১.০৫.০৮. দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ — পঞ্চায়েত তুমি কার ? ) বাস্তবে গ্রামের গরিব মানুষ কংগ্রেস আমলে যাদের পদতলে থাকতো তাদের বদলে, একত্রিশ বছরের সি পি এম শাসনে সযত্নে গড়ে তোলা নয়া প্রভুদের জুতোর সুকতলা হয়েই থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকের ক্ষমতায়ন বা চাষীর মুক্তি কথার কথা থেকে গিয়েছে।

বলাবাহুল্য, আনন্দবাজারে প্রকাশিত সমীক্ষা বাস্তব অবস্থাকে বিচারের মধ্যে না নিয়েই সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে ফ্রন্ট শাসনে গ্রামের গরিব মানুষ মর্যাদা পেয়েছেন বলেই ফ্রন্টকে তাঁরা সমর্থন করছেন। অথচ ইতিহাস ও বিজ্ঞান কী দেখাচ্ছে? ইতিহাস ও বিজ্ঞান দেখাচ্ছে, সমাজ পরিবর্তনের ধারায় নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই গ্রামীণ গরিব মানুষ সামাজিক মর্যাদা পেতে পারেন। একমাত্র সংগঠিত চাষী আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। নিকট অতীতে বাংলার গ্রামীণ গরিব মানুষ সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিলেন ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৬৭-'৬৯ সালে বেনাম জমি উদ্ধারের লড়াই তাদের সামাজিক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান সি পি এম ফ্রন্ট সরকার গোড়া থেকেই গ্রামবাংলার সংগ্রামকে ধ্বংস করে গরিব মানুষকে ধনীর উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে খুশি থাকতে শিখিয়েছে। সমীক্ষকরা এই সব দিককে, বিশেষত গ্রামবাংলার আন্দোলন ধ্বংস করে গুন্ডারাজ কায়েম করা এবং শাসকদলের লৌহনিগড়ে গ্রামীণ জীবনকে বেঁধে দিয়ে গ্রামকে শাসকদলের কারাগারে পরিণত করার ভয়াবহ দিককেটিকে আলোচনায় না এনে সত্যের অপলাপ ঘটিয়েছেন শুধু নয়, শাসকদলকে স্বস্তি দিয়েছেন।

বর্তমানে সি পি এমকে তাদের যে কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে তাহল ব্যাপক সন্ত্রাস। রাজ্যে একথাটা এখন সকলেই বুঝতে পারছেন যে শাসক সি পি এম ফ্রেফ চুরি করে ও সন্ত্রাস চালিয়ে ক্ষমতায় যাচ্ছে। পায়ের তলায় জমি হারানো সি পি এমের এই কার্যকলাপ তাদের বামপন্থী মুখোশ ছিঁড়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় সি পি এম 'খুন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে জিতছে না' এই কথাটা যে ছলেই বলা হোক না কেন, তাতে সি পি এমেরই যে সুবিধা হবে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের চোখে সি পি এমের অস্তিত্বই যে আজ বিভীষিকা এই অতি সাধারণ বিষয়টি পণ্ডিত হয়েও তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। সন্ত্রাসের মাধ্যমে গদিতে টিকে থেকে গণআন্দোলনের আঘাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করাই যে সি পি এমের উদ্দেশ্য সেই সত্যকে অস্বীকার করতে গিয়ে ' ফ্রন্ট গ্রামের মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে' এই পুরোপুরি অসত্য ধারণার পক্ষে তাঁকে ওকালতি করতে হয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in